Dig-Durshun;

OR, THE

INDIAN YOUTH'S MAGAZINE.

FROM APRIL, 1818, TO MARCH, 1819,

AND FROM

JANUARY TO APRIL, 1820.

দিগ্দর্শন।

অর্থাৎ

যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ।

ইং এপ্রিল ১৮১৮ নাং মার্চ ১৮১৯।

এবং

ইং জানেওয়ারি নাং এপ্রিল ১৮২০।

C.S.B.S.

SERAMPORE:

PRINTED AT THE MISSION PRESS,

1822.

INDEX.

VOLUME I.

VOLUME II.

নির্ঘণ্ট।

Dig-Durshun,

OR

MAGAZINE FOR INDIAN YOUTH.

No. I.

April, 1818.

DIG-DURSHUN.

No. I.

Of the Discovery of America.

THE earth is divided into four quarters, Europe, Asia, Africa and America. Europe, Asia and Africa are situated in one vast continent, and are not totally divided from each other by any sea. But America is situated in a separate continent, more than two thousand miles distant from the other. Three hundred and twenty-six years ago, in the year one thousand four hundred and ninety-two of the Christian æra, and eight hundred and ninety-eight of the Bengal æra, was America first discovered; before that time it was not known to be in existence. We will therefore give a brief account of its discovery, since of all the atchievements performed by men this is among the greatest.

About five hundred years ago, the peculiar virtues of the load-stone were discovered. It possesses this property, when it is rubbed on any piece of iron, that the side of the iron on which it is rubbed will constantly point to the north pole. This being placed in a compass, in whatever part of the world whether at sea or on the land any one may be, he can by its means ascertain all the different quarters. The form of the

দিগ্দর্শন।

প্রথম ভাগ।

আমেরিকার দর্শনবিষয়ে।

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্তা আছে, ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা, এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে, ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা পরস্পর বিভক্ত নয়. কিন্তু আমেরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে, প্রথম দ্বীপহইতে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল, এক হাজার চারি শত বিরানব্বই ইংগ্লণ্ডীয় সনে, ও আট শত আটানব্বই বাঙ্গালা সালে, আমেরিকা প্রথম জানা গেল; তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্তৃক জানা ছিল না। তাহার প্রথম দর্শনের অল্প বিবরণ এখন লিখি, যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যেং অদ্ভুত কর্ম্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে এই এক।

অনুমান হয় পাঁচ শত বৎসর গত হইল, চুম্বক পাথরের গুণ প্রথম জানা গেল. তাহার গুণ এই, যে তাহাকে কোন লৌহে ঘষিলে, সে লৌহের ঘৃষ্ট দিগ সর্ব্বদা উত্তর কেন্দ্রে, অর্থাৎ উত্তর ভাগে থাকে. সেই লৌহ কোম্পাসের মধ্যে দিলে, সেই কোম্পাসের দ্বারা কোন ব্যক্তি ভূমীর উপরে কিম্বা সমুদ্রের উপরে থাকিলে, পৃথিবীর সকল দিগ জানিতে পারে। কোম্পাসের গঠন এই মত, কাগজের

compass is this. A circle being drawn on a sheet of paper, is divided into thirty-two equal parts, on which the four quarters of the earth and the intermediate points are marked. In the centre a short piece of iron is fixed, resembling a nail ; on the head of this is placed a needle, at one end of which the load-stone is rubbed, and which though fixed to it, is yet capable of moving round. Whichever way the compass is moved, this needle always points to the north. Thus the different quarters of the earth are exactly known.

After the discovery of the load-stone, men launched without fear into the wide ocean. Before that period, having no means of ascertaining the points, they were unable to sail without sight of land.

Two hundred years after the virtues of the loadstone had been discovered, Columbus was born in the city of Genoa. At that time the Portuguese were the greatest navigators in Europe ; by performing various voyages with them, Columbus acquired great skill in nautical affairs, and at length concluded in his mind, that by sailing directly west from Europe, he should be able to reach India. About that time, the people of Europe regarded India as a region of immense wealth, and a portion of its trade brought overland to Europe having enriched several cities in it, the distant voyages performed by the Portuguese had excited a universal desire in the minds of men to reach India by sea. Columbus possessed amazing penetration, courage, and perseverance. At one time, certain canes

উপরে মণ্ডলাকৃতি করিয়া, বত্রিশ সমানাংশ করিয়া চতুর্দ্দিকে সকল দিগ্ ও বিদিগ্ ও উপদিগ্ লিখা থাকে ; সেই কাগজের মধ্যস্থানে পেকের ন্যায় ক্ষুদ্র লৌহ বদ্ধ থাকে ; তাহার মস্তকের উপরে একটা শূঁই রাখা যায়, সে বদ্ধ অথচ চতুর্দ্দিকে ঘোরে ; এবং তাহার এক দিগে চুম্বক পাথর ঘষা যায় ; সে কোম্পাস কোন দিগে রাখিলে সে শূঁই ঘুরিয়া উত্তর দিগে মুখ করিয়া সর্ব্বদা থাকে, তাহাতে অনায়াসে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ জানা যায়।

চুম্বক পাথর জানা গেলে, লোকেরা নির্ভয়ে আয়ত সমুদ্রের মধ্যে যাইতে লাগিল. ইহার পূর্ব্বে দিগের কোন নির্ণয় না হওয়াতে, সমুদ্রের তীর না দেখিয়া লোকেরা জাহাজ চালাইতে পারিত না।

চুম্বক পাথরের গুণ প্রকাশ হওনের দুই শত বৎসরের পর, কলম্বস নামে জিনোআ দেশে এক জন জন্মিল। সে সময়েতে পোর্তুগীশেরা ইউরোপের মধ্যে প্রধান নাবিক ছিল, তাহারদের সহিত গতায়াত করিতেং নাবিকতাতে কলম্বসের অতিশয় জ্ঞান জন্মিল, এবং সে মনে বিতর্ক করিল যে ইউরোপহইতে নিশ্চয় পশ্চিমে গেলে, ভারতবর্ষে পঁহুছিব. কেননা তৎকালে ইউরোপীয় লোকেরা জানিত যে ভারত বর্ষ অতিশয় ধনস্থান, এবং ভারত বর্ষের কতক বাণিজ্য ভূমির পথের দ্বারা ইউরোপে পঁহুছিল, তাহার দ্বারা তাহার কতক নগর ভাগ্যবান হইল। এবং জাহাজদ্বারা পোর্তুগীশেরদের দূর গমনাগমন দেখিয়া, জাহাজদ্বারা ভারতবর্ষে আসিতে সকল লোকের ইচ্ছা হইল। কলম্বস অতিশয় পরচিন্তোপলক্ষক ও অতিসাহসী ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। এক দিন ইউরোপ দেশে কতক বেত ও

and some newly carved wood were driven on the shores of Europe by a western wind; this circumstance strengthened him in his belief that there was some country in the west, and having collected all the information he could obtain on this subject, he determined to proceed on a voyage to discover those unknown countries. The largest vessels in Europe did not at that time exceed in size a boat of three thousand maunds; there were likewise fewer opulent merchants than at present; he was therefore obliged to solicit royal aid to meet the expense of this voyage. He first exhibited the plan he had formed to the rulers of his own country, and requested pecuniary assistance from them; but they, after considering the subject for a long time, rejected his proposal. After this, he requested assistance of the king of Portugal, who committed the consideration of Columbus's request to two of his ministers; but they having previously maintained that it would be possible to reach India only by sailing southward, did not exert themselves in his behalf; but having obtained an insight into his plan, they secretly dispatched an agent on the voyage, with the hope of securing all the glory and advantage of the discovery to their own sovereign. This man possessed neither the courage nor the ability of Columbus; after launching into the ocean, he encountered a furious tempest, and returned to his own country in a state of great alarm. Columbus hearing of this deceitful conduct, quitted the country in disgust, and dispatched his brother to England, who however, met with no

নূতন খোদিত কাষ্ঠ পশ্চিম বায়ুদ্বারা সমুদ্রে ভাসিয়া আইল; ইহাতে তাহার প্রত্যয় আরো দৃঢ় হইল, যে অবশ্য পশ্চিমে দেশ আছে. এবং নানা প্রকার অনুসন্ধান করিয়া, ঐ অজ্ঞাত দেশ দেখিবার কারণ যাইতে মনে নিশ্চয় করিলেন. সেই সময়ে যে অতিবড় জাহাজ ছিল, সেও তিন হাজারমোনী নৌকাহইতে বিস্তর বড় ছিল না; এবং তৎকালে এখনকার ন্যায় ভাগ্যবান মহাজন অনেক ছিল না, অতএব এই বিষয়ের ব্যয়ের কারণ রাজকীয় উপকার পাইতে তাহার প্রয়োজন হইল। প্রথম তিনি আপনার গমনের বিষয়ে যে পাণ্ডুলেখ করিয়াছিলেন, তাহা আপন দেশের কর্ত্তারদের নিকটে দেখাইলেন, এবং তাহারদেরহইতে ধন যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু তাহারা অনেকক্ষণপর্য্যন্ত অনেক বিচার করিয়া, হেয়জ্ঞান করিল। তাহার পর তিনি পোর্তুগীশের রাজার নিকটে গেলেন ও এই বিষয় নিবেদন করিলেন. সে রাজা কলম্বসের নিবেদন দুই সভ্য লোকের স্থানে সমর্পণ করিল, কিন্তু তাহারা ইহার পূর্ব্বে কহিয়াছিল যে কেবল দক্ষিণ ভাগে গেলে ভারতবর্ষ পাওয়া যাইবে, এই নিমিত্ত তাহারা তাহার উপকার করিতে মনোযোগ করিল না; কিন্তু তাহার স্থানে তাহার পাণ্ডুলেখের সন্ধান লইয়া গুপ্তরূপে আপনারদের এক লোক পাঠাইল, যে আপনারদের বাদশাহ নূতন দেশ দর্শনের লাভ ও সুখ্যাতিপ্রাপ্ত হন। কিন্তু কলম্বসের মত সে লোকের সাহস, কিম্বা জ্ঞান ছিল না; অতএব সে সমুদ্রে গিয়া মহাপ্রচণ্ড তুফান দেখিল, ও ভীত হইয়া দেশে ফিরিয়া আইল। কলম্বস তাহারদের শঠতা অবগত হইয়া, বৈরক্ত্যপ্রযুক্ত সেখানহইতে প্রস্থান করিলেন. পরে আপন ভাইকে ইংগ্লণ্ডে পাঠাইলেন, কিন্তু সে স্থানে তাহার বিষয়ের

encouragement there. At this time the king of Spain was at war with the Moo*su*lmans. Nearly the whole of Spain had before this been subject to them, but at this period they possessed in it only one city, Grenada. Columbus made his request for assistance to the king of Spain, as he had done to the other sovereigns of Europe. He committed the consideration of the subject to his counsellors, who being ignorant men, reasoned on the plan of the voyage with great stupidity; some said, that to the sea there was no boundary; others maintained, that from the form of the earth, after sailing to a short distance from the shore, all return would be impracticable. Having therefore made an unfavorable report to the king, he rejected Columbus's proposal. After this he applied to three other less powerful sovereigns in Europe, but they being unable to assist him, he felt desirous of going to England.

After Columbus had left the Court of the Spanish monarch, some of the counsellors of the queen besought her to recall him, to which she consented; but her husband, influenced by a spirit of parsimony, again dismissed him, and Columbus's grief at this fresh disappointment was as great as his hopes had been sanguine at being recalled.

A few days after this his dismissal, the capital of the Moo*su*lman power surrendered to the Spaniards, which filled the king, queen and whole court with joy. Columbus's friends thinking this a fit opportunity, ear-

কিছুই হইল না। এই সময়ে স্পানিয়ার রাজা মুসলমানেরদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল. পূর্ব্বকালে স্পানিয়ার প্রায় সকল রাজ্য মুসলমানেরদের অধীন ছিল, এই সময়েতে সে স্থানে তাহারদের কেবল এক নগর ছিল তাহার নাম গ্রেনাদা। কলম্বস যেমন ইউরোপের অন্য রাজারদের কাছে এই বিষয় নিবেদন করিয়াছিলেন, তেমন স্পানিয়ার রাজার কাছেও করিলেন। সে রাজা সে বিষয় বিচারের ভার মন্ত্রিরদের উপরে রাখিল। তাহারা অজ্ঞ ছিল, এবং তাহারা কলম্বসের পাণ্ডুলেখের বিষয়ে অজ্ঞানরূপ বিচার করিল. কেহ২ কহিল, যে সমুদ্র অসীম ; আর কেহ কহিল, যে পৃথিবীর গঠন এই মত, যে কতক দূরে গেলে ফিরিবার উপায় থাকে না। তাহারা রাজার নিকটে মন্দরূপে জানাইল, তাহাতে রাজা তাহাকে হেয়জ্ঞান করিল। ইহারপর কলম্বস ইউরোপের মধ্যে অন্য তিন ক্ষুদ্র রাজার নিকটে গেলেন, তাহারা অসমর্থ হইলে তিনি ইংগ্লণ্ড দেশে যাইতে ইচ্ছা করিলেন।

কলম্বস স্পানিয়ার রাজার দরবার ছাড়িলে, সেখানকার রাণীর কতক মন্ত্রিরা রাণীর নিকটে প্রার্থনা করিল, যে তিনি কলম্বসকে পুনর্ব্বার ডাকেন তাহাতে সে রাণী কলম্বসকে পুনর্ব্বার ডাকিল ; কিন্তু তাহার স্বামী আপন কার্পণ্যপ্রযুক্ত পুনশ্চ তাহাকে হেয়জ্ঞান করিল, তাহাতে যেমন কলম্বসের আশার বৃদ্ধি হইয়াছিল, তেমনি তাহার আশাভঙ্গেতে দুঃখ হইল।

ইহারপর কতক দিন মুসলমানেরদের রাজধানী নগর স্পানিয়ারদের অধীন হইল; তাহাতে রাজা ও রাণী দরবার সুদ্ধ আনন্দে মগ্ন হইল। ইত্যবসরে কলম্বসের মিত্রেরা এই সময় উপযুক্ত ভাবিয়া,

nestly besought the queen, in this time of universal joy to grant Columbus's request. They farther represented to the queen, how much her glory would be magnified, if during her reign the boundaries of the earth should be extended. The queen having agreed to grant their request, recalled Columbus, and raised money for his voyage by pawning her own jewels. With this sum he purchased three small ships, which however did not cost him more than thirty-two thousand Rupees. In this manner, having wandered about for eight years and sustained various disappointments, did Columbus at length obtain the means of accomplishing his design.

Every preparation being ready, on the third of August fourteen hundred and ninety-two, Columbus embarked. At the time of his departure, a large multitude assembled on the sea shore, and supplicated the Almighty for the success of the expedition. Columbus sailed due west; a few days after his departure, the sailors having lost sight of land and being in an unknown and unexplored sea, began to bemoan their situation, and to strike their foreheads in despair. Columbus was so intent on the accomplishment of his design, that he deprived himself of rest. He regulated every thing according to his own judgment, and caused the vessel to be guided solely by his own orders. He regularly keep the sailors ignorant of the distance they had advanced. Sailing due west, they at length perceived the surface of the ocean covered

স্পানিয়ার রাণী রনিকটে গিয়া, এ আহ্লাদের সময়ে কলম্বসের সাহায্য করিতে প্রার্থনা করিল। এবং রাণীকেও কহিল, যে হে মহা রানি তোমার অধিকার কালে, যদি পৃথিবীর সীমাবৃদ্ধি হয়, তাহাতে তোমার কেমন সম্ভ্রমবৃদ্ধি হইবে। পরে রাণী সম্মতা হইয়া, কলম্বসকে আপন নিকটে ডাকিয়া, আপন অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা আনিয়া দিল। কলম্বস তাহাতে তিনটা ক্ষুদ্র জাহাজ ক্রয় করিলেন; এই সকলেতে ও বত্রিশ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হইল না। এইং রূপে কলম্বস আট বৎসর ভ্রমণ করিয়া, ও নানাপ্রকার ব্যাঘাত সহিয়া, পরে কার্য্যসিদ্ধির সোপান পাইলেন।

সকল আয়োজন প্রস্তুত হইলে, ৩ আগস্ত ১৪৯২ চৌদ্দ শত বিরানব্বই সালে, কলম্বস জাহাজে আরোহণ করিলেন, তাহার গমনকালে সমুদ্রতীরে অনেক লোক একত্র হইয়া, কলম্বসের কর্ম্ম সিদ্ধির কারণ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। কলম্বস নিশ্চয় পশ্চিম দিগে জাহাজ চালাইলেন; এবং কতক দিনের পর যখন তাহারা তীর দেখিতে না পাইল ও অজ্ঞেয় অথচ অগম্য সমুদ্রের মধ্যে গেল, তখন নাবিকেরা রোদন করিতে ও অনুপায় ভাবিয়া আপনং মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিল। কলম্বস মনোরথসিদ্ধির কারণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন, তাহাতে শয়নের অবকাশও পাইতেন না। তিনি আপন বিবেচনানুসারে সকল বিষয় স্থির করিলেন, ও আপন আজ্ঞাতে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন; এবং নাবিকেরা তীরহইতে কত দূর আইল ইহা না জানে, এই নিমিত্তে তাহারদিগকে ভুলাইয়া রাখিলেন। তাহারা নিশ্চয় পশ্চিমে যাইতেং ক্ষুদ্রং শৈবালদ্বারা পূর্ণ সমুদ্র দেখিয়া, জ্ঞান করিল যে এই বুঝি পৃথিবীর

with weeds, and imagined that this was the end of the earth. Columbus told them that this ought rather to inspire them with a hope that they were near some country.

On the 1st of Oct. they had advanced 1300 miles on their journey, but Columbus told them that they were only 980 miles from the shore. They had now been twenty-one days without sight of land, and all the hopes they had formed of speedily discovering some country vanished. The sailors and officers considering their situation as highly calamitous, made great lamentations, and earnestly sought to return. Columbus still retained his presence of mind, and calmed their passions sometimes by entreaties, at other times by commands. These means succeeded at first and they continued tranquil for some time, but soon after despair again siezed on them, and they formed a plot to throw Columbus overboard, and to turn the ship homeward. Columbus perceived that he should be unable again to prevail on them either by entreaty or command; and therefore solemnly promised to return, if in three days they did not discover land. Columbus's hopes of the discovery of some new country were at that time very high, because on throwing out the sounding line it touched the bottom; he had also found floating on the sea a bunch of fresh fruit, and several canes recently cut.

On the 11th of October Columbus ordered the sails to be furled; no one on board closed his eyes, but all

অন্ত। কলম্বস তাহারদিগকে কহিলেন, যে ইহাতে বরং ভরসা হইতে পারে যে কোনহ দেশের নিকটে পঁহুছিয়াছি।

১ অক্তুবর তাহারা তীরহইতে এগার শত পঞ্চান্ন ক্রোশ চলিয়াছিল, কিন্তু কলম্বস তাহারদিগকে কহিলেন যে কেবল আট শত সত্তরি ক্রোশমাত্র। তাহারা একইশ দিন মৃত্তিকার দর্শন পাইল না, ও তাহারদের যত ভরসা ছিল সে সকল উড়িয়া গেল। নাবিকেরা ও তাহারদের অধ্যক্ষেরা আপনং দুর্দশা দেখিয়া বিস্তর খেদ করিল, এবং ফিরিয়া যাইতে বিস্তর চেষ্টা করিল। কলম্বস আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, তাহারদিগকে কখনং বিনয়দ্বারা ও কখনং আজ্ঞাদ্বারা থামাইলেন। ইহাতে তিনি প্রথমতঃ উপকার দেখিলেন, এবং তাহারা কএক দিন চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তৎপরে তাহারদের মনে অভরসা হইল, এবং তাহারা আপনারদের মধ্যে পরামর্শ করিল, যে কলম্বসকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া জাহাজ ফিরায়। কলম্বস ভাবিলেন যে বিনয় কিম্বা আজ্ঞাদ্বারা ইহারদিগকে আর থামান যায় না, তৎপ্রযুক্ত তাহারদের সম্মুখে স্বীকার করিলেন, যে তিন দিনের মধ্যে যদি নূতন দেশ না পাই, তবে অবশ্য ফিরিব। সে সময়ে কলম্বসের নূতন দেশ পাইবার অধিক ভরসা হইল; কেননা মাপিবার রসী ফেলিয়া দেখিলেন, যে মৃত্তিকা পাওয়া যায়; এবং সমুদ্রের উপরে ভাসমান এক থলুয়া নূতন ফল এবং কতক নূতন ছিন্ন বেতও পাইলেন।

১১ অক্তুবর কলম্বস জাহাজের পালি জড়াইতে আজ্ঞা দিলেন; সেই রাত্রিতে কেহই চক্ষু মুদ্রিত না করিয়া, সকলেই সতর্ক থাকিল।

continued in a state of anxious expectation. At two in the morning Columbus discovered at a distance a light moving about, and soon after, the men in the ship which was ahead, called out 'land, land'; immediately the joyful sound was re-echoed from the other ships. The next morning the 12th of October, at the distance of two miles they perceived an island, covered with trees and verdure. In the heighth of their joy they lifted up their voice in thanksgiving to God, and began to sing psalms. The sailors likewise fell at the feet of Columbus, and entreated his forgiveness for all their previous discontent; then launching the boat into the sea, they rowed to the shore with music and singing. Columbus was the first to land on the new country which he had discovered. The men having landed, amidst the sound of martial music, again fell on their knees and returned thanks to God. Then planting the standard of the king of Spain, they took possession of the country in his name.

The people of the country flocked around them in great numbers, and looking at their dress, their arms, the whiteness of their skins and the length of their beards, were struck with astonishment; at that time every one in Europe wore a long beard. And seeing in how large a machine borne along by sails resembling wings they had come on the bosom of the ocean, and hearing the roar of their cannon similar to thunder, beholding likewise the lightning and smoke of their guns, the simple islanders were over-

পরে কলম্বস দুই প্রহর দুইটা রাত্রির সময়ে দূরে একটা আলো চলিতে দেখিলেন; এবং তৎক্ষণে তাহারদের মধ্যে অগ্রগামী জাহাজের লোকেরা দেশ২ করিয়া চীৎকার করিল; তখনি অন্য জাহাজের লোকেরা সেই আনন্দ ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। তারপর প্রাতঃকালে ১২ অক্তুবর তাহারা দেড় ক্রোশ অন্তরে একটা উপদ্বীপ দেখিল, সে উপদ্বীপ তৃণ বৃক্ষাদিতে ভূষিত। তখনি তাহারা আনন্দে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল ও গান করিতে লাগিল; এবং জাহাজের লোকেরা কলম্বসের চরণতলে পড়িয়া, আপনারদের অপরাধের ক্ষমা চাহিল। তারপর জাহাজহইতে নৌকা নামাইয়া, গান ও সবাদ্য ক্ষেপণী ক্ষেপ করিতে২ তাহারা তীরের নিকটে গেল; এবং কলম্বস যে নূতন দেশ দেখিলেন তাহার উপরে তিনি প্রথম পাদার্পণ করিলেন। তাহারা বাদ্যপ্রভৃতি লইয়া সে ভূমির উপরে পঁহুছিয়া, পুনর্ব্বার হাঁটু গাড়িয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল। এবং স্পানিয়ার রাজার ধ্বজা সেখানে উঠাইয়া, তাহারা সে দেশ আপন রাজার নামে অধিকার করিল।

তাহারপর সে দেশের লোকেরা তাহারদের চতুর্দ্দিগে আসিয়া, তাহারদের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র ও শ্বেতবর্ণ ও তাহারদের দাড়ী দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; সে সময়ে ইউরোপের সকল লোকে দাড়ী রাখিত; এবং যখন সে অমায়িক লোকেরা দেখিল কেমন বড় কারখানাতে পাখার ন্যায় পালির দ্বারা সমুদ্রের উপরে ইহারা উড়িয়া আইল, এবং মেঘগর্জনের মত কামানের শব্দ করিল, এবং বিদ্যুৎ ও ধূম দেখিয়া তাহারা ভীত হইল, ও জ্ঞান করিল যে ইহারা নিতান্ত

come with terror, and concluded that these were the children of the sun, come down upon earth. The Spaniards were likewise equally astonished at the appearance of the natives. They were completely naked, they wore no beards, their skin was peculiarly soft and of a copper color. In the after part of the day they came in a canoe to the ship, and presented Columbus with articles of food and received in return, glass beads, little bells, and other articles of trifling value. Thus in the first interview between the inhabitants of the old and of the new world, every thing was conducted with perfect harmony.

Of the Limits of Hindoost'han.

HINDOOST'HAN includes only those countries in which Hindoos reside. To the south of it lies the sea. Hindoost'han may be divided into two parts, Southern and Northern Hindoost'han. If we esteem the Nurbudda river as forming the middle boundary, southern Hindoost'han is bounded on the west, south, and east by the sea, and on the north by that river: at the extreme southern limit of it lies Cape Comorin, near which is the island of Lunka or Ceylon, the proper name of which is Singul-deep. The capital city of the island however being called Lunka, the whole island has borne that name. The inhabitants of the island are called Singalese.

সূর্য্যপুত্র পৃথিবীর উপরে আসিয়াছে। এবং স্পানিয়ার লোকেরাও সে দেশীর লোকেরদিগকে দেখিয়া, সেইরূপ চমৎকৃত হইল; তাহারদিগকে নিরবচ্ছিন্ন উলঙ্গ দেখিল, ও তাহারদের দাড়ী ছিল না, ও তাহারদের শরীরের চর্ম্ম অতিকোমল, এবং তাম্রবর্ণ। বিকালে তাহারা এক ডোঙ্গাতে জাহাজের নিকটে আইল, এবং কতক খাদ্য দ্রব্য কলম্বসকে দিল, এবং কলম্বসহইতে কাঁচের মালা ও ক্ষুদ্র২ ঘন্টা ও অন্য২ অল্পমূল্য দ্রব্য লইল। এই প্রকারে, পুরাণ পৃথিবী ও নূতন পৃথিবীর লোকেরদের প্রথমতঃ সাক্ষাতে পরস্পর প্রীতি হইল।

হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ।

যে২ দেশে হিন্দু লোক বসতি করে কেবল সেই দেশ হিন্দুস্থান। তাহার দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, এবং হিন্দুস্থানকে দুই ভাগ করা যায়, দক্ষিণ হিন্দুস্থান ও উত্তর হিন্দুস্থান। দক্ষিণ হিন্দুস্থানের উত্তর সীমা যদি নর্ম্মদা নদী কল্পনা করা যায়, তবে দক্ষিণ হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ও দক্ষিণে সমুদ্র, এবং দক্ষিণের অন্ত সীমা কুমারী অন্তরীপ, তাহার নিকট লঙ্কাদ্বীপ তাহার যথার্থ নাম সিংহলদ্বীপ, কিন্তু তাহার রাজধানী স্থানের নাম লঙ্কা ছিল, তাহাতেই সকল রাজ্যের নাম লঙ্কা। সেখানকার লোকেরা অদ্যাপি সিংহলীশ নামে খ্যাত।

Hindoost'han is bounded on the north-west by the Sinde or Indus. The shastrus denounce loss of cast against any one who crosses the Sinde; this river is therefore justly regarded as the boundary of Hindoost'han in that direction. To the west of the Indus, lies Bulochist'han, and beyond that, Persia, in which countries the people are all *Moosulmans*. The boundary of Hindoost'han north and north-east, is the range of the Himaluyu mountains, which stretch with little deviation in a south-east direction from Cashmere to Arracan. On its eastern limit lies the Burman country. Between that country and Bengal, are Munipoor, Herumbu, and several tribes of Mountaineers, among whom Hindooism partially prevails.

Within these limits, are included the following countries: in the Southern part Orissa, Telinga, Draveru, Mysore, Travancore, Hydrabad, with the dominions of the Mahratta chiefs of Nagpoor and Poona.* In the northern, Bengal, Mugud or Behar, Benares, Bundel-khund, Bhugel-khund, Mitheela or Tirhoot, Koshul, Muthoora, Huriana, the Dooab, Rohil-khund, Jeypoor, Bicaneer, Joudpoor, the dominions of Scindea and Holkar, the Punjab, Moultan, Sindh, and Guzeerat. On the eastern boundary, beyond the British dominion are situated Nepal, Asam, Herumbu, Munipoor, Jointeepoor, the Koonkees, the Nagas, the Garrows, and several other tribes of mountaineers. All these countries are included in Hindoost'han,

* These are now (April, 1819,) under the British government.

হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম ভাগে সিন্ধু নদী। শাস্ত্রে কহে যে লোক এ নদীর পার যায়, তাহার জাতি থাকে না, এইহেতুক সে ভাগে হিন্দুস্থানের সেই সীমা। সিন্ধু নদীর পশ্চিমে বলোচস্থান, ও তাহার পশ্চিমে পারশি দেশ, সেখানকার সকল লোক মুসলমান। হিন্দুস্থানের উত্তর ও উত্তর পূর্ব্ব ভাগে হিমালয়শ্রেণী, ঐ শ্রেণী অল্প বক্রভাবে কাশ্মীরহইতে রেকানপর্য্যন্ত, দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে চলিয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব ভাগে ব্রহ্মা দেশ, বাঙ্গালা ও ব্রহ্মাদেশের মধ্যে মণিপুর ও হিড়ম্ব এবং আরও নানা নামে কতক পর্ব্বতীয় লোক আছে, তাহারদের হিন্দুব্যবহার।

এইং সীমার মধ্যে এইং দেশ; দক্ষিণে উড়িস্যা ও তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড় ও মহীসুর ও শ্রুবণোর ও হয়দরাবাদ ও পুণ্যগ্রামীয় ও নাগপুরীয় মহারাষ্ট্র দেশ।* এবং উত্তরে বঙ্গ ও মগধ ও কাশী ও বন্দেলখণ্ড ও বঘেলখণ্ড ও মিথিলা ও কোশলা ও মথুরা ও হরিয়াণা ও দোয়াব ও রোহেলখণ্ড ও জয়পুর ও বিকানিয়ার ও যোধপুর ও দৌলৎরাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্তরাও হোলকারের দেশ ও পঞ্জাব ও মুলতান ও সিন্ধু ও গুজরাট। এবং পূর্ব্ব দিগে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারভিন্ন নেপাল ও আসাম ও হিড়ম্ব ও মণিপুর ও জয়ন্তীপুর ও খুকী ও নাগা ও গারো এবং আরং পর্ব্বতীয় কতক জাতি। এই সকল দেশ হিন্দুস্থানের অন্তর্গত, যেহেতুক ইহারদিগের হিন্দুব্যবহার, এইং দেশ

* এই দুই দেশ এখন [এপ্রিল ১৮১৯ সালে] ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে আছে।

because in them, and in them alone are the precepts of Hindooism regarded. The Burmans, the Siamese, the Chinese, and the Singalese follow the tenets of Boodh.

Of the Trade of Hindoost'han.

THE various articles which Hindoost'han produces are highly useful to other nations, which is one of the principal causes of its wealth. Its inhabitants scarcely need the productions of any other country; while those articles which are in great demand elsewhere, are produced in rich abundance in Hindoost'han; hence for the purchase of these articles, foreign nations annually import great sums of money into this country. Under the former sovereigns of Hindoost'han, property was insecure, through the prevalence of oppression. In whatever country property is insecure, and justice is not equally administered, foreigners do not in general risk their wealth for the purchase of its productions. Under the equitable administration of the English government, the trade and wealth of Hindoost'han has been abundantly increased, and is still increasing.

Those productions of Hindoost'han which are exported into other countries are principally the following: First; *Indigo*, the cultivation of which has been encouraged on a large scale within the last thirty years; numerous factories have been established in various places for its cultivation, under the superintendence of

ভিন্ন কোন দেশে হিন্দু ব্যবহার নাই। ব্রহ্মা ও শ্যাম দেশীয় ও চীনীয় ও সিংহলীয়েরা বৌদ্ধমতে চলে।

হিন্দুস্থানের বাণিজ্য।

হিন্দুস্থানের উৎপন্ন নানা দ্রব্য, অন্য দেশীয় লোকেরদের অতিশয় উপকারক, এ দেশের ধনের এক প্রধান কারণ এই। এখানকার লোকেরা অন্য দেশের উৎপন্ন বস্তুর বড় আবশ্যক রাখে না, অন্যত্র গ্রাহ্য বস্তু হিন্দুস্থানে বহুসংখ্যক উৎপন্ন হয়, এইহেতুক অন্য২ লোকেরা এখানকার বস্তু ক্রয় কারণ বৎসর২ অনেক ধন এ দেশে আনে। আরও পূর্ব্বকালের হিন্দুস্থানীয় রাজারদিগের অধিকারে দস্যুপ্রভৃতিভয়প্রযুক্ত লোকেরদের সম্পত্তির স্থৈর্য্য ছিলনা। যে স্থানে এমত স্থৈর্য্য না থাকে, এবং বিচার যথার্থ না হয়, সে স্থানে ভিন্ন দেশীয় লোকেরা বস্তু ক্রয় কারণ টাকা কখন নিয়োগ করে না। এই ক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে যথার্থ বিচার হওয়াতে, হিন্দুস্থানের বাণিজ্য ও ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, ও এখনও হইতেছে।

হিন্দুস্থানোৎপন্ন বস্তুদ্বারা অন্য২ দেশীয়েরদের বাণিজ্য হয়, সে এই২ বস্তু। প্রথম নীল। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহার কৃষি বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং স্থানে২ প্রায় ইংগ্লণ্ডীয় সম্পর্কীয় নীলের কুটী হইয়াছে। সেই নীল কাপড়ে নানাপ্রকার রঙ্গ করিবার কারণ আ

Europeans. Indigo is highly valuable in the dyeing of clothes. It is calculated that eighty thousand maunds of Indigo are annually produced in this country, and if we estimate each maund at a hundred and fifty rupees, the value of the indigo crop will exceed one hundred and twenty lacs of Rupees. The greatest part of this indigo is carried to England, and from thence dispersed into other countries.

Secondly: *Cotton,* which was formerly much cultivated in Bengal, is now chiefly produced in the Dooab, or the country between the Ganges and the Jumoona. When it arrives in Calcutta, a large quantity of it is put together in a machine, and pressed down by a large screw, till it is brought within a small compass, that it may occupy but little room in the ship. Much is exported annually to China, and a very large quantity has been exported to England within the last three or four years; the cotton is there wrought up into cloth, which gives employment to a great number of people.

Thirdly. In the districts of Mugud and Benares, much *Opium* is annually produced; it is purchased exclusively by the Honourable Company, and no other person can engage in cultivating it without their permission. The process by which it is prepared is as follows. It is produced from the Poppy. An incision is made in the pod towards evening, from

বশ্যক। এবং অনুমান হয় যে হিন্দুস্থানে প্রতিবর্ষ আশী হাজার মোন নীল উৎপন্ন হয়, যদি প্রত্যেক মোনের মূল্য দেড় শত টাকা হয়, তবে সমুদয় নীলের মূল্য বৎসরে এক কোটি বিশ লক্ষ টাকার অধিক উৎপন্ন হয়। সকল নীল প্রায় ইংগ্লণ্ডে যায়, ও সেখান হইতে গিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়। তুলা পূর্ব্বে বাঙ্গালাতে অনেক উৎপন্ন হইত, এখন দোয়াবে অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি দেশে অধিক উৎপন্ন হয়। যখন কলিকাতা নগরে তুলা আইসে, তখন সেই তুলার রাশি জাহাজে অল্প স্থানে রাখিবার কারণ, একটা মহাকলের দ্বারা চাপিয়া অতিক্ষুদ্র করা যায়। তুলা চীন দেশে প্রতিবৎসরে অধিক যায়, এবং তিন চারি বৎসর হইল, ইংগ্লণ্ডেও অনেক যাইতেছে, এবং সেখানে সেই তুলাদ্বারা বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তাহাতে অনেক লোকে কার্য্য পায়।

তৃতীয়। মগধ ও কাশীতে অনেক আফিম প্রতিবৎসর জন্মে। তাহার বাণিজ্য কেবল কোম্পানি বাহাদুরের অধীন, তাহার আজ্ঞা বিনা অন্যের কোন অধিকার নাই। তাহার জন্মের বৃত্তান্ত এই; আফিম পোস্ত বৃক্ষেতে উৎপন্ন হয়, তাহার ফল বিকাল সময়ে অস্ত্রদ্বারা অঙ্কিত করিয়া রাখে, রাত্রিতে তাহার ফলের রস নির্গত

whence the juice oozes out, and congeals during the night, which being scraped off in the morning, forms the opium. The opium on its arrival in Calcutta is purchased by the merchants, who dispatch it to China, and to the Malay Coast, the inhabitants of which countries smoke it till they become completely intoxicated. In Europe, opium is chiefly cultivated in Turkey, where it is in great demand among the Moosulmans. To all the countries to the eastward, opium is chiefly exported from Hindoost'han.

Fourthly: a very large quantity of *Muslins* and *Cloth* is annually prepared in Hindoost'han. Around Dacca the fine Muslins are prepared. To the north of the Ganges, Khasas are made; in the south-east section of Bengal, near Luckipoor, Baftas; and at Midnapoor, in Orissa, and in the adjoining Mahratta country, Sans are made; and Beerbhoom is famous for its Goras. In America, a great proportion of the people being employed in cultivating the earth; only an inconsiderable number are engaged in manufactories. Hence the merchants of that country, purchase a large quantity of cloth annually in Calcutta, for which they chiefly bring dollars. The nations in Europe and America however have of late greatly encouraged manufactories of cloth in their respective countries.

Fifth: *Silk* is made in the Honorable Company's factories at Rampoor-Bauleah, Comercolly, Jungy-

হইয়া জমে, প্রাতঃকালে সেই রস চাঁচা যায়, তাহাতে আফিম জন্মে, সে আফিম কলিকাতাতে আইসে। মহাজন লোকেরা তাহা ক্রয় করিয়া চীন ও মালাই প্রভৃতি দেশে লইয়া যায়। সে দেশীয়েরা যাবৎ মত্ত না হয়, তাবৎ তামাকুর ন্যায় খায়। ইউরোপের মধ্যে আফিম তুরুক দেশে অধিক জন্মে, এবং সেখানকার মুসলমানেরা তাহা খায়। বাঙ্গালার পূর্ব্ব যত দেশ সেখানে হিন্দুস্থানহইতে আফিম যায়।

চতুর্থ। বস্ত্র বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানে অনেক জন্মে, ঢাকা অঞ্চলে অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র জন্মে। গঙ্গা নদীর উত্তর ভাগে খাসা বস্ত্র জন্মে। বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে, লক্ষিপুরের নিকটে বাপ্তা জন্মে, মেদিনীপুর ও উড়িস্যাতে ও তাহার নিকটস্থ মহারাষ্ট্র দেশে শাণ জন্মে, বীরভূমিতে গড়া জন্মে। আমেরিকা দেশে অধিক লোক কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত শিল্প ব্যবসায় অধিক নাই, এইহেতুক তাহারা কলিকাতাহইতে অধিক টাকার বস্ত্র ক্রয় করিয়া লইয়া যায়, তাহারা ক্রয় কারণ কেবল ডালর আনিয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কতক দিনের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকাতে তদ্দেশীয়েরা স্বস্ব দেশে বস্ত্রের শিল্পকর্ম্ম স্থাপন করিবার নিমিত্ত অনেক উদ্যোগ করিতেছে।

পঞ্চম। রেশম রামপুর বোয়ালিয়া ও কুমারখালি ও জঙ্গীপুর

poor, Malda, Cossimbazar, and several other places. When it arrives in other countries, it is made up into silk cloth of various colors. The mode in which it is produced, is this: The worm which is fed on the leaves of the mulberry tree after increasing in size, at length draws from its own body a fine thread with which it surrounds itself, leaving no avenue by which it can escape. After attaining this state, it is thrown into hot water, which kills the worm; after which the silk is rolled off by means of a wheel. If the worm is not destroyed at the proper time, it assumes the shape of a moth, and eats through its silken enclosure by which the silk is rendered unfit for use. Silk is also produced in Europe, in the country of Italy. About twelve hundred years ago, when Rome was rich and luxurious, the nobles were exceedingly fond of silk dresses, to supply the demand, for which silk was brought at an immense expense from Asia. One of the Roman emperors being desirous of obtaining for his own country, the advantage of that trade, secretly dispatched two agents to China, a distance of three thousand miles, who secreted some of the insects in a bamboo, and brought them to Italy. There they multiplied to such a degree that silk was soon produced there in great abundance, and from that period it has been one of the staple commodities of Italy.

The sixth staple production of Hindoost'han is *Salt-petre*, from which gunpowder is made. Much salt-pe-

ও কাশীমহাজার ও মালদহ প্রভৃতি কোম্পানির কুটীতে অনেক রেশম উৎপন্ন হয়; সে যখন অন্যং দেশে যায়, সেই দেশে নানা রঙ্গ দিয়া নানা প্রকার বস্ত্র নির্মাণ করে। তাহা জন্মাইবার ক্রম এই, প্রথম তুতপাতা পলু পোকাকে খাওয়ায়, সে পোকা আহার দ্বারা বর্দ্ধমান হইয়া, আপন উদরহইতে সূত্র ক্রমেং নির্গত করিয়া, আপন শরীর বেষ্টন করে, তাহাতে আপন নির্গত হওনের পথও রাখে না; সেই সময়ে উষ্ণ জলে নিঃক্ষেপ করিলে কীট মরে, পরে যন্ত্র দ্বারা সেই সূত্র উঠাইলে রেশম হয়। উপযুক্ত সময়ে যদি উষ্ণ জলে নিঃক্ষেপ না করে, তবে সেই কীট প্রজাপতির আকারের ন্যায় হইয়া, সূতা কাটিয়া নির্গত হইলে, সকল বৃথা হয়। ইউরোপের মধ্যে ইতালি দেশেও রেশম জন্মে, অনুমান হয় যে বারো শত বৎসর হইল, যখন রোম নগর বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, ও সেখানে সুখসম্পত্তির চেষ্টা ছিল, তখন রোমাণেরদের কুলীনের রেশমি বস্ত্রের কারণ বড় চেষ্টা করিত, তাহারদের বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আসিয়াহইতে রেশম আনা যাইত। রোমাণেরদের এক বাদশাহ, আপন দেশের উপকারার্থ সেখানে ঐ বাণিজ্য স্থাপন করিতে, গুপ্তরূপে দুই জনকে তিন হাজার ক্রোশের পথ চীন দেশে পাঠাইলেন, তাহারা বাঁশের চুঙ্গীতে কতক ঐ কীট লুকাইয়া ইতালি দেশে আনিল। সেখানে সেই কীট অনেক হইল, তাহা হইতে অনেক রেশম উৎপন্ন হইতে লাগিল, সেই অবধি ইতালি দেশের বাণিজ্যের এক প্রধান বস্তু এই।

হিন্দুস্থানের ষষ্ঠ উৎপন্ন সোরা, তাহার দ্বারা বারুদ জন্মে।

tre is consumed in the Company's gunpowder manufactories, and a considerable quantity is exported to England. These are the principal productions of Hindoost'han which are exported to other countries.

Mr. Sadler's Journey in a Balloon.

SIX months ago Mr. Sadler, a bold and ingenious young man, determining to go from the Island of Ireland to England through the air, prepared a balloon. This instrument is made of silk and is of a round form; it is filled with air lighter than the common air, and to the bottom of it a boat is attached; and the whole is strongly fastened with three or four cords to the ground. These being all cut at the same instant, the machine rises with great rapidity into the air, till it arrives where the air is equally light with that within the balloon.

Mr. Sadler having prepared a balloon of this kind a great multitude assembled to witness his ascent. Having received as a token of respect, a flag from the hand of a young lady of high rank, he ascended the boat of the balloon without the least indication of fear. The moment the cords were cut, the balloon ascended with great rapidity, Mr. Sadler waving his hat and flag to the multitude below. In about half an hour it ascended above the level of the clouds, one of which passing underneath the balloon, obscured it for a time

কোম্পানির বারুদখানাতে অনেক সোরা ব্যয় হয়, এবং বিলাতেও অধিক চালান হয়। হিন্দুস্থানের যেং প্রধান উৎপন্ন বস্তু অন্যং দেশে যায়, তাহার বিবরণ এই হইল।

বলুনদ্বারা সাদ্‌লের সাহেবের আকাশগমন।

ছয় মাস হইল সাদ্‌লের সাহেব, এক যুবা ও বিদ্বান্‌ ও অতি সাহসী ব্যক্তি ঐর্লণ্ড উপদ্বীপহইতে আকাশপথে, ইংগ্লণ্ডে যাইতে স্থির করিয়া, এক বলুন প্রস্তুত করিলেন। সে বস্তু রেশমে নির্ম্মিত গোলাকৃতি, তাহাকে সামান্য বায়ুহইতে লঘু বায়ুতে পূর্ণ করিয়া, তাহার নীচে একটা নৌকা বাঁধে, ও নৌকাসমেত ভূমিতে দৃঢ়রূপে তিন চারি বন্ধন দেওয়া যায়, সেই বন্ধন এককালে কাটিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অতিবেগে, সে বলুন ঊর্দ্ধে গমন করে যাবৎ পর্য্যন্ত তাহার তুল্য বায়ু পায়।

এই মত এক বলুন সাদ্‌লর সাহেব প্রস্তুত করিলেন। সাদ্‌লর সাহেবের ঊর্দ্ধে গমন দেখিবার কারণ, অনেক লোক একত্র হইয়াছিল। পরে এক ভাগ্যবতী যুবতি স্ত্রীর হাতহইতে, সম্ভ্রমের চিহ্ন স্বরূপ এক নিশান লইয়া, নির্ভয় হইয়া বলুনের নৌকারোহণ করিলেন। পরে বন্ধন কাটিবামাত্র অতিবেগে ঊর্দ্ধে উঠিলে পরে, সাদ্‌লর সাহেব নীচস্থ লোকেরদের প্রতি আপনার টুপী ও নিশান ফিরাইতে লাগিলেন। এক দণ্ডের মধ্যে সে বলুন মেঘস্থানের ঊর্দ্ধে উঠিল,

from the view of the people. The cloud having passed over, the balloon appeared again diminished to a very small speck, after which it gradually disappeared. Soon after a shower of hail fell on Mr. Sadler, who perceived that it melted into rain as it approached the earth. During his passage, he perceived beneath him a ship sailing across from Ireland to England. Having arrived over England he gradually let out the air, and descended on the ground. Thus through means of skill, did an individual rise two miles in the air, and in two hours pass through a space of sixty miles over the sea, without the least difficulty, from one island to another. With a strong wind the balloon will move fifty miles in a single hour. This most astonishing machine has now been in use for above fifty years; yet it has not received all the improvement of which it is capable. The greatest difficulty which remains to be overcome is, to find out some means by which its course may be guided according to the will of the individual. When this is directed, any one will be able to go through its means wherever he may choose.

Of Mount Vesuvius.

IN several parts of Hindoost'han, as at Seetakoond, near Monghir, and elsewhere, there are springs of hot water, which arise from the impregnation of the ground with combustible matter. These places the Hindoos hold in the highest sanctity. In Europe

মেঘব্যবধানপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎকাল অদৃশ্য হইল। পরে মেঘ ছাড়াইলে পুনর্ব্বার লোককর্ত্তৃক একটি বিন্দু জ্ঞানে দৃষ্ট হইল, ক্রমে এককালে অদৃশ্য হইল। সে সময়ে সাহেবের উপরে শিলাবৃষ্টি হইল, এবং সাহেব দেখিলেন সে শিলা পৃথিবীর নিকটে আসিতেং জল হইয়া বৃষ্টি হইল। উঠিবার সময় ঐর্লণ্ডহইতে ইংগ্লণ্ডে জাহাজ যাইতেছে তাহা দেখিতে পাইলেন, কিছু কাল পরে ইংগ্লণ্ডের উপরে পঁহুছিয়া ক্রমে বায়ু নির্গত করিয়া, পৃথিবীর উপরে নামিলেন। এমত এক ব্যক্তি, বিদ্যাদ্বারা আকাশে দেড় ক্রোশ উঠিয়া, দুই ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ ক্রোশ সমুদ্র পার হইয়া, কোন ব্যামোহ না পাইয়া, এক দ্বীপহইতে অন্য দ্বীপে পঁহুছিলেন। সুন্দর বায়ু হইলে বলুন এক ঘণ্টার মধ্যে পচিশ ক্রোশ চলে। এ অতি আশ্চর্য্য যন্ত্র, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে, এখনপর্য্যন্ত মনের মত হয় নাই। এখন তাহার বিষয়ে প্রধান চেষ্টা এই, যে এমত কোনহ উপায় করা যায়, যে তাহাতে যখন যে দিকে যাইতে ইচ্ছা হয়, সেই দিকেই বলুনদ্বারা যাওয়া যায়। এই মত কোন অনুকুল উপায় করা গেলে, যেখানে যখন যাহার ইচ্ছা, তখন সেখানে যাওয়া যাইবেক।

বিসুবিয়স পর্ব্বতবিষয়ে।

মুঙ্গেরের নিকটে সীতাকুণ্ডে, ও হিন্দুস্থানের অন্যং স্থানে উষ্ণ জল নির্গত হয়, তাহার কারণ এই, যে সেখানকার মৃত্তিকা আগ্নেয় বস্তুতে সম্পূর্ণ। এইং স্থান হিন্দুরা অতিতীর্থ করিয়া মানে, কিন্তু

however, there are many *Mountains* which constantly emit fire and smoke, and which at certain periods pour forth such a torrent of combustible matter in a liquid state as completely to overwhelm and destroy the surrounding villages. In those countries where these phœnomena are a hundred times more magnificent than in Hindoost'han, they do not constitute objects of worship; whereas in countries less civilized than this, matters of even greater insignificance than the mineral spring of Monghir, are objects of veneration.

Mount Vesuvius is five miles from the city of Naples in Italy, and is esteemed one of the most dreadful burning mountains in the world. Its declivity toward the sea is covered with the richest fruit; the air around is pure and healthy. At the summit of the hill, is a vast mouth or cavity four hundred yards in diameter, from which a continual smoke issues, day and night. On some occasions, the whole mountain is in a state of the most violent agitation, the roaring noise is deeper than the loudest artillery, and flames and red hot stones are thrown from the mouth of the volcano more than a thousand feet high; a stream of liquid fire rolls down the sides of the mountains, and burns up in its course, houses, trees, and all the fruits of the earth. About a hundred years ago, a dreadful eruption happened, when the ashes and stones were carried to the distance of thirty miles. Two or three of these eruptions generally happen in a century.

ইউরোপের মধ্যে এই মত অনেক পর্ব্বত আছে যে সেখানহইতে দিবারাত্র অগ্নি ও ধুম নির্গত হয়, এবং কোনং সময়ে স্রোতো ন্যায় আগ্নেয় বস্তু দ্রবীভূত হইয়া বহে, তাহাতে চতুর্দ্দিক্স্থ গ্রাম প্রভৃতি নষ্ট হয়। যেং দেশে হিন্দুস্থানীয় এইং রূপ চমৎকার স্থান হইতেও অধিক চমৎকার স্থান আছে সেইং দেশীয়েরা সে স্থানকে তীর্থ করিয়া মানে না, এবং যে দেশীয় লোকেরা হিন্দুস্থানীয় লোকেরদেরহইতে অল্প জ্ঞান তাহারা সীতাকুণ্ডহইতে ক্ষুদ্র স্থানকেও বড় করিয়া মানে।

বিসুবিয়স পর্ব্বত ইতালী দেশে, নাপলস নামে নগরহইতে চারি ক্রোশ অন্তর, এবং পৃথিবীস্থ আগ্নেয় পর্ব্বতের মধ্যে এই পর্ব্বত বড়; ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ অবধি সমুদ্রপর্য্যন্ত যে উপাত্যকা ভূমি সে নানাবিধ সফল বৃক্ষযুক্ত, সেখানকার চতুর্দ্দিক্স্থ বায়ু নির্ম্মল ও শীতল; ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গেতে আট শত হাত ব্যাস এক মহাগর্ত্ত আছে তাহাহইতে দিবারাত্র ধূম নির্গত হয়। কোনং সময়ে সমুদয় পর্ব্বত কম্পমান হয়, তাহার শব্দ কামানের শব্দহইতেও বড়, এবং সে পর্ব্বতের মুখহইতে অগ্নি ও জ্বলনীয় পাথর সাত শত হাত উর্দ্ধে উঠে, এবং দ্রবীভূতাগ্নি ঐ পর্ব্বতের মুখহইতে জলের ন্যায় নির্গত হয়; ঐ অগ্নি চলিতেং গৃহ ও বৃক্ষ ও ভূমির শস্যাদি সকল নষ্ট করে। এক শত বৎসর হইল, একবার ঐ অগ্নির মহাপ্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সেই সময়ে তাহার ভস্ম ও প্রস্তর পাঁচিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত নিক্ষিপ্ত হইল। এক শত বৎসরের মধ্যে অনুমান দুই তিনবার তাহার ঐ রূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

Dig-Durshun,

OR THE

INDIAN YOUTH'S MAGAZINE.

No. II.

May, 1818.

DIG-DURSHUN.

No. II.

Of the First Voyage from Europe to India, round the Cape of Good Hope.

IN the first number of this work we have mentioned how Columbus discovered a new world. We will now in this second number, relate the particulars of the first voyage performed to India by doubling the Cape of Good Hope. Five years after Columbus's great discovery, in the year one thousand four hundred and ninety-seven, was this important voyage performed. To understand fully its great importance, it is necessary to take a view of the history of preceding events; in detailing which, we will not ascend higher than the time of Alexander the Great. He was born two thousand one hundred and seventy-one years ago, and was sovereign of one of the states of Greece in Europe. Though he was a mighty conqueror, his views were not confined to conquest, and the astonishing capacity which he displayed in the management of affairs, would lead us to conclude, that he possessed a mind suited to the government of so large an empire as that he created. The king of Per-

দ্বিতীয় ভাগ।

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপহইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা।

কলম্বস যে রূপ নূতন পৃথিবী প্রথম দেখিলেন, সে এই পুস্তকের প্রথম ভাগে লিখা গিয়াছে; এখন উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার বিবরণ, এই দ্বিতীয় ভাগে লিখা যাইতেছে. কলম্বসের মহাকীর্ত্তির পাঁচ বৎসর পর, অর্থাৎ চৌদ্দ শত সাতানব্বই সনে, এই বৃহৎ কর্ম্ম হইল. এ কর্ম্মের প্রয়োজনপ্রকৃতরূপ জানিবার জন্যে, পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত কিছু২ জানিতে হয়; তাহাতে সেকন্দরশাহ বাহাদুর অবধি বিবরণ কহিব. সে সেকন্দর শাহ্ দুই হাজার এক শত একহত্তর বৎসর হইল পৃথিবীতে জন্মিয়াছিলেন; তিনি ইউরোপের মধ্যস্থিত গ্রীক দেশের এক প্রদেশের রাজা ছিলেন, তিনি সকল দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন. কেবল তন্মাত্র তাহার কীর্ত্তি, সে নয়, কিন্তু তাহার কর্ম্ম নৈপুণ্যদ্বারাপ্রকাশ হয়, যে যে মহারাজ্য তিনি স্থির করিলেন তাহার শাসনার্থে উপযুক্ত তিনি. তৎসময়ে পৃথিবীর মধ্যে পারস দেশের রাজা প্রধান ছিল; তথাপি

sia was then the mightiest sovereign in the world; yet with a very inconsiderable force did Alexander overcome him; and pushing on to India, cross the Indus, by means of a bridge, near the city of Attok, where the river is peculiarly shallow and tranquil. He then advanced into the Punjab as far as the Vipasa, where his soldiers, overcome with the fatigues of their long expedition, refused to accompany him any farther, and obliged him to return. Knowing of what amazing advantage trade is to mankind, he turned his great mind to the promotion of it, and in Egypt built a large city, which he called after his own name, Alexandria, and which in India is called Secundrabad. It is situated most advantageously for concentrating the trade of Europe, Asia, and Africa, being built on the confines of the three quarters of the globe. For fifteen hundred years after the death of Alexander, it continued to be the greatest mart for trade in the world. Into this city the whole trade of the east was transported, and from thence dispersed into every country in Europe.

Alexander moreover assiduously endeavored to explore the passage by sea from the mouth of the Indus to the Persian gulf, in which he completely succeeded. With this view, he prepared two thousand vessels on the river Vipasa, the command of which he gave to Nearchus. A hundred and twenty thousand troops and two hundred elephants accompanied the ships; part of whom was transported down the river in the vessels,

সেকন্দরশাহ অত্যল্প সৈন্যদ্বারা পারস রাজ্য বিদ্ধস্ত করিলেন, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া আটক নামে নগরের নিকটস্থ সিন্ধু নদী এক পুলদ্বারা পার হইলেন; যেহেতুক সে স্থানে সিন্ধু নদীর স্থির জল ও গভীর অধিক নয়. পরে পঞ্জাব দেশস্থ বিপাশা নামে নদীপর্য্যন্ত পঁহুছিলেন, কিন্তু তাহার সৈন্যেরা বহুদূর গমন প্রযুক্ত ক্লান্ত হইয়া, তাহার সহিত আর যাইতে অসম্মত হইল; এবং সেখানহইতে তাঁহাকে ফিরাইল. সেকন্দরশাহ বাণিজ্যদ্বারা পৃথিবীস্থ লোকেরদের অধিক উপকার জ্ঞাত হইয়া, তদ্বিষয়ে আপনি অধিক মনোযোগ করিলেন; এবং মিসর দেশে এক মহা নগর পত্তন করিয়া, আপন নামানুসারে আলেক্স্যান্দ্রিয়া তাহার নাম রাখিলেন; ভারতবর্ষে সেই নগরের নাম সেকন্দরাবাদ. ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা, ইহারদের মধ্যে সে নগর উৎকৃষ্ট স্থানে স্থাপিত হইল, এবং সেই তিন ভাগের বাণিজ্যের উপযুক্ত সেই নগর. সেকন্দরশাহের মরণের পর পনর শত বৎসর পর্য্যন্ত, সে পৃথিবীর মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল; পূর্ব্ব দেশের সকল বাণিজ্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং সেখান হইতে ইউরোপের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল।

সেকন্দরশাহ্ সিন্ধু নদীর মুখ, অর্থাৎ সমুদ্রে প্রবেশ স্থানহইতে পারসীর মহাখালে যাইতে জাহাজের পথ চেষ্টা করিলেন, ও সে কর্ম্ম সিদ্ধ করিলেন. তিনি বিপাশা নদীতে দুই হাজার নৌকা প্রস্তুত করিলেন, এবং নিয়ার্কস নামে এক ব্যক্তিকে তাহার অধ্যক্ষতা দিলেন; তাহার সঙ্গে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য ও দুই শত হাতী চলিল. তাহার মধ্যে এক ভাগ সৈন্য নৌকাতে উঠাইয়া লই

and the remainder marched down in conjunction with them on both sides the river. His delight in perilous enterprizes, induced him to proceed by water instead of marching by land. In nine months the vessels having sailed five hundred kross, arrived at the mouth of the river, where Alexander was obliged to leave the fleet, and to put himself at the head of his army. Nearchus was commanded to proceed by sea up the Persian gulf, which he performed in seven months. Alexander was so highly delighted with the success of this expedition, that he valued himself more upon it, than on all his mighty conquests. Yet the men who conducted it, were so ignorant of the state of things, that when they perceived the ebbing and flowing of the tide at the mouth of the river, they considered it as an indication of the wrath of the gods.

In process of time, the empire of the Greeks was dissolved, and the Romans extended their conquests over the greater part of the world. Like the Hindoos, they despised trade, and left it to the lowest ranks in society. But when the Roman power increased and Rome became, in a great measure, the metropolis of the world, a desire after the luxuries of the east arose, and an incredible quantity of the principal articles of oriental trade, silk, spices, gems, &c. was annually carried to Alexandria, and from thence to Rome. In their voyages from the mouth of the Indus to the Persian gulf, the navigators at length discovered, that during

লের, ও আর এক ভাগ নদীর উভয় তীরে২ পদব্রজে চলিল. তিনি দুঃসাধ্য কর্ম্ম করিতে উৎসুক ছিলেন, এই নিমিত্ত পদব্রজে না গিয়া আপনি নৌকাতে প্রস্থান করিলেন. নয় মাসে পাঁচ শত ক্রোশ চলিয়া সিন্ধু নদীর মোহনায় তাহার নৌকাপ্রভৃতি পঁহুছিল, সেখানে নৌকাহইতে নামিয়া আপনি আপন সৈন্য লইয়া চলিলেন, এবং জাহাজ লইয়া নিয়ার্কসকে পারসীয় মহা খালে যাইতে আজ্ঞা দিলেন, মহাখালে পঁহুছিতে নিয়ার্ক সের সাত মাস লাগিল; এই কর্ম্ম সিদ্ধিতে সেকন্দরশাহ্ এমত তুষ্ট হইলেন; যে তিনি দিগ্বিজয়ী হইয়াও এ কর্ম্মকরণে আপনাকে শ্লাঘ্য করিয়া মানিলেন, তথাপি নাবিকেরা এমত অজ্ঞান ছিল, যে তাহারা যখন সিন্ধু নদীর মুখে জোয়ার ভাটা দেখিল, তখন অতি ভীত হইয়া মনে জানিল, যে বুঝি দেবতা আমারদিগের প্রতি কোপ করিয়াছেন।

ইহারপর কালক্রমে গ্রীক রাজ্য লুপ্ত হইল, এবং প্রায় সমস্ত পৃথিবীর উপরে রোমাণেরদের বৃদ্ধি হইল. হিন্দু লোকের দের মত রোমাণেরা বাণিজ্য তুচ্ছ করিয়া, নীচ জাতির অধীন করিয়া দিল. কিন্তু যখন রোমাণেরদের পরাক্রমবৃদ্ধি হইল, ও রোম নগর পৃথিবীর রাজধানী হইল, তখন রোমাণেরদের সুখসম্পত্তির অনেক চেষ্টা হইল, এবং পূর্ব্ব দেশীয় দ্রব্যের বাণিজ্য পুনর্ব্বার হইয়া, বৎসর২ অসংখ্য বহুমূল্য রেসম ও মসালা ও মুক্তাপ্রভৃতি দ্রব্য আলেক্সান্দ্রিয়া নগর দিয়া রোম নগরে আসিত. এবং সিন্ধু নদীর মুখ ও পারসীর মহাখালে নিত্য২ যাতায়াত করিতে২,

six months in the year the wind blew from one quarter, and during the rest of the year from the quarter directly opposite. When this discovery had been made, they left their former mode of coasting, and sailed with the wind direct to India; and on the setting in of the easterly winds, they loosened the ships and arrived in a short time at the place of their destination. Thus the Romans created an extensive trade with the east. Even at this day, Roman coins are dug up at Tipperah, and in places near Madras. The Romans were however unacquainted with Gangetic Hindoost'han, and imagined that through the amazing heat of the climate, neither man nor beast could live there.

There was likewise another channel through which the Romans obtained the produce of the east. About two thousand eight hundred years ago, Solomon king of Judea, set himself to the encouragement of commerce. A hundred kross from Judea, there is a vast sandy desert, where for miles together, not a single blade of grass is to be seen; in the midst of this desert there is one spot about six kross in circumference, remarkable for its fertility, while all around is a barren waste. In this spot, Solomon erected a noble city, called Palmyra, which afforded an opportunity for transporting articles of commerce across the desert. This city was the resting place, where the caravans obtained water and every other convenience neces-

মাঝিকেরা জানিল যে বায়ু ছয় মাস নিশ্চয় এক দিগে বহে, ও ছয় মাস তাহার প্রতিকূল দিগে বহে: ইহা জানিয়া, কিনারা ছাড়িয়া সমুদ্র মধ্য দিয়া বায়ুবেগে শীঘ্র গমন করিত, এবং পূর্ব্ব বায়ু উঠিলে পুনর্ব্বার জাহাজ খুলিয়া, অতিশীঘ্র ফিরিয়া আসিত. এই মত রোমাণেরা পূর্ব্ব দেশীয় লোকেরদের সহিত বড় বাণিজ্য করিত. অদ্যাপি ত্রিপুরাতে ও মান্দ্রাজের নিকটস্থ কোনং স্থানে মৃত্তিকা খুদিলে, রোমাণেরদের প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়. কিন্তু তাহারা গঙ্গা তীরস্থ হিন্দুস্থান জানিত না, কিন্তু তাহারা ভাবিত যে অতি গ্রীষ্ম প্রযুক্ত তত্রস্থ পশু ও মানুষ বাঁচিতে পারে না।

অন্য এক পথও ছিল, সে পথদ্বারা রোমাণেরা পূর্ব্ব দেশে সুখ সম্পত্তি যোগ্য বস্তু পাইল. দুই হাজার আট শত বৎসর হইল, য়িহুদীয়েরদের রাজা শলমন বাণিজ্যবৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করিল. য়িহুদীয়েরদের দেশহইতে এক শত ক্রোশ অন্তরে মরু ভূমি আছে, সে খানে অনেক ক্রোশ পর্য্যন্ত এক গাছ ঘাসও জন্মে না. তাহার মধ্য স্থানে ছয় ক্রোশপরিমিত একটা স্থান আছে, সেখানে উত্তম শস্যাদি জন্মে, কিন্তু তাহার চতুর্দ্দিগে ওয়রাণমাত্র ঐ স্থানে শলমন রাজা পালমীরা নামে একটা বড় সুন্দর নগর বসাইল, এবং সেখানে নগর বসতি হইলে সেই মরু ভূমি দেশ দিয়া তখন বাণিজ্যার্থে গমন করিতে লোকেরদের সুগম পথ হইল; ঐ নগর তৎপ্রদেশের এক মঞ্জিল হইল, পথিকেরা সে স্থানে আপনারদের কারণ জলাদি পাইয়া পুনর্ব্বার যাত্রা করিতে লাগিল. এই প্রকারে পূর্ব্ব

sary for the prosecution of their journey. In this manner the produce of the east was carried by land from the banks of the Euphrates across the desert. This trade so increased the power of Palmyra, that its sovereign sustained a war against the Romans, when in the plenitude of their power. It is now altogether destroyed; it serves only as a retreat for the thieves and robbers who infest the desert; yet so great was its magnificence once, that after sixteen hundred years of desolation, the remains of its buildings and its solitary columns, fill the beholder with astonishment.

About the year four hundred of the Christian æra, the barbarous nations of Europe, poured down like a torrent on the Roman empire, and completely overturned it. As they were altogether uncivilized, and had no taste for articles of luxury, the trade which had been carried on with the east, was necessarily discontinued. Yet as Constantinople, the capital of a great empire on the confines of Europe, preserved its independance, the productions of the East were regularly transported thither from the east, though the length of the journey and the risk attending it, caused frequent interruptions.

In about three hundred years,* the barbarous nations began to be formed into distinct kingdoms, and to increase in power; civilization gradually spread

* About A. D. 700.

দেশের দ্রব্য ফরাৎ নদীহইতে পদব্রজে লোকেরা সেই মরু ভূমি নগর দিয়া লইয়া যাইত. বাণিজ্যদ্বারা এমত সে নগরের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইল, যে যখন রোমাণেরদের পরাক্রম অতিশয় ছিল, তাহার রাজা রোমাণেরদের সহিত যুদ্ধ করিল. সে নগর এখন উচ্ছিন্ন হইয়াছে ; সে স্থান কেবল বনের চোর ও ডাকাতিরদের আশ্রয়মাত্র ; কিন্তু সে নগর এমত আশ্চর্য্যেতে প্রস্তুত করা গিয়াছিল, যে কম বেশ ষোল শত বৎসর বিদ্ধস্ত হইলেও, এখনপর্য্যন্ত স্থানেং অবশিষ্ট অট্টালিকা ও মধ্যেং অল্পলগ্ন থাম দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করে।

ইহার পরে অনুমান খ্রীষ্টিয়ানেরদের চারি শত সালে, ইউরোপীয় অসভ্য লোকেরা রোম দেশে বন্যার মত আসিয়া তাহারদের রাজ্য নষ্ট করিল. সে লোকেরদের সভ্যতা ছিল না এবং তাহারদের সুখসম্পত্তির বাসনা কিছু ছিল না, এইপ্রযুক্ত পূর্ব্ব দেশের সহিত যে বাণিজ্য ছিল সে অনায়াসে লুপ্ত হইল ; তথাপি ইউরোপের সীমাবর্ত্তি মহারাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপল নামে নগর, তাহারদের অধীন কখনো হইল না. এই নগরে পূর্ব্ব দিগের বাণিজ্যের বস্তু অনবরত আসিত কিন্তু অতিদূরতাপ্রযুক্ত ও নানা রূপ বিঘ্নে পঁহুছিতে ব্যাঘাত হইত।

দুই তিন শত বৎসরেতে* ঐ অসভ্য জাতিরদের দ্বারা সেইং দেশ স্বতন্ত্রং রাজ্য হইল, ও ক্রমেং প্রবল ও সভ্য হইতে লাগিল ; এবং

* খ্রীষ্টের ৭০০ সালে।

among them, and a desire arose for articles of taste and luxury. About this time also, the *Moosulmans* having conquered Egypt, they, finding Alexandria a place suitable for commerce, opened an extensive trade between that country and the western parts of Hindoost'han, where they purchased the productions of the east, and transported them to their own dominions by sea, from whence they were purchased by the European merchants and carried to their respective countries. Trade first revived in Italy, from whence it had been originally driven by the barbarians, and Venice quickly rose to great pre-eminence by means of its trade. Its merchants purchased the articles at Alexandria, and carried them from thence to the other countries of Europe. Several other cities of Italy, likewise rose to great magnificence by this trade.

About five hundred years ago the Mariner's Compass was discovered, of which we have given an account in the first number. This discovery gave an amazing stimulus to trade; those who profited most by it in the increase of their commerce, were the Portuguese. The *Moosulmans* who had formerly enjoyed the dominion of Portugal being, about this time, driven from thence, retired to Africa, to which country the Portuguese pursued them, and in the year one thousand four hundred and twelve, first begun to sail down the western Coast of Africa. In the course of one hundred years, they advanced gradually down to its most southern point.

সুখ সম্পত্তির বাসনাও করিতে লাগিল. ইতোমধ্যে মুসলমানেরা মিসর দেশ জয় করিল, এবং আলেক্জান্দ্রিয়া নগর বাণিজ্যের বড় উপযুক্ত স্থান দেখিয়া, তাহারা সেখানহইতে দক্ষিণ হিন্দুস্থানের পশ্চিম দেশের সহিত বড় বাণিজ্য করিতে লাগিল. তাহারা পূর্ব্ব দেশীয় যাবৎ বস্তু ক্রয় করিয়া, সেখানহইতে জাহাজদ্বারা স্বদেশে লইয়া যাইত, ইউরোপীয় মহাজনেরা আসিয়া সেখানহইতে ক্রয় করিয়া ২ দেশে লইয়া যাইত. ইউরোপের মধ্যে ইতালি দেশে ঐ অসভ্য লোকদ্বারা বাণিজ্য প্রথম উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সেইখানেই বাণিজ্যের প্রথমোদ্রেক হইল; এবং সেখানে বেনিস্ নামে এক নগর বাণিজ্যদ্বারা অতিশয় সম্পন্ন হইল, সেই নগরের মহাজনেরা আলেক্জান্দ্রিয়া নগরে গিয়া দ্রব্য ক্রয় করিয়া, ইউরোপের সকল দেশে বিক্রয় করিত. ইতালি দেশে মধ্যেও অন্য২ নগর বাণিজ্যদ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী হইল।

পাঁচ শত বৎসর হইল কোম্পাস প্রথমে জানা গেল; তাহার বিষয়ে প্রথম ভাগে লিখা গিয়াছে. কোম্পাস জানা গেলে, পর লোকের বাণিজ্যবৃদ্ধি বড় হইল; এবং সকল দেশের মধ্যে পোর্ত্তুগীশেরাঐ কোম্পাসদ্বারা বাণিজ্যে অধিক লাভ করিল; পূর্ব্বকালে পোর্ত্তুগীশেরদের প্রায় সকল দেশ মুসলমানেরদের অধীন ছিল, কিন্তু এই সময়ে পোর্ত্তুগীশেরা মুসলমানেরদিগকে সেই দেশহইতে দূর করিলে মুসলমানেরা আফ্রিকায় পলাইল. পোর্ত্তুগীশেরা মুসলমানেরদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত, সন চৌদ্দ শত বার সালে আফ্রিকার পশ্চিম ভাগে গেল, ও ক্রমে২ সেখানে সন্ধান পাইয়া, পশ্চিম ভাগহইতে এক শত বৎসরের মধ্যে আফ্রিকার শেষ সীমাপর্য্যন্ত আইল।

From the foregoing facts we may gather, that the inhabitants of the western world always sought with avidity for the luxuries of the east, and that they constantly found out ways and means to obtain these articles; since trade like the stream of a river, when dammed up in one place, forces a passage for itself in some other direction.

From the year 1412 to the year 1463, the Portuguese had in their various voyages, sailed seven hundred kross down the western Coast of Africa. In these voyages, they perceived that the shore gradually contracted towards the east, which raised in their minds great expectations of reaching India, if they persevered in their course. In the year 1486, the king of Portugal, having prepared a large armament, gave the command of it to Dias, a brave and experienced sailor, and commanded him to pursue the same course which former navigators had pursued, and to sail as much farther south as he was able. He explored five hundred miles more of the Coast, in an unknown sea; and in spite of the unwillingness of the sailors, whom he knew well how to command, he sailed down to the southern extremity of Africa. But having there encountered a mighty tempest, he named it the Cape of Storms, and returned to his own country. His sovereign however, elated with the success of the expedition, called it the Cape of Good Hope. Six years after this, Columbus having discovered America and

এই সকল বিবরণহইতে এই জানা যায়, যে সুখসম্পত্তিযোগ্য পূর্ব্ব দেশীয় বস্তুর জন্যে পশ্চিম দেশীয় লোকেরদের সর্ব্বদা চেষ্টা ছিল; এবং তাহারা সে বস্তু লাভ কামনাতে নানা পথ ও উপায় করিয়াছিল; যেহেতুক বানিজ্য জল স্রোতোন্যায়, যদি এক স্থানে রুদ্ধ হয় তবে আপনার কারণ অন্য পথ করে।

সন ১৪১২ অবধি ১৪৬৩ সন পর্য্যন্ত পোর্ত্তুগীশেরা বারং গমনেতে, আফ্রিকার পশ্চিম তীরে ক্রমেং সাত শত ক্রোশ চলিল, এবং তাহারা চলিতেং দেখিল যে তীর ক্রমে পূর্ব্ব দিগে গিয়াছে, তাহাতে আশা পাইল যে এই দিগহইতে ভারতবর্ষের পথ পাইব. সন চৌদ্দ শত ছিয়াআশী সালে পোর্ত্তুগালের রাজা অনেক জাহাজ প্রস্তুত করিল, এবং দৈয়াস নামে জ্ঞানবান অথচ সাহসী এক জনকে জাহাজের অধ্যক্ষ করিল, এবং আজ্ঞা দিল যে পূর্ব্ব নাবিকেরা যে পথে গিয়াছিল, তুমি সেই পথ দিয়া তাহাহইতে দক্ষিণ যত দূর যাইতে পার তত দূর যাইবা. তিনি পাঁচ শত ক্রোশ নূতন পথ, অথচ অজ্ঞাত সমুদ্রে চলিলেন, জাহাজস্থ লোকেরা যাইতে অসম্মত হইল, তথাপি তাহারদিগকে আপন বশীভূত করিয়া, আফ্রিকার দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত গেলেন, কিন্তু সেখানে এমত ঝড় হইল, যে তাহাতে সে স্থানের নাম ঝড়ময় অন্তরীপ রাখিয়া ফিরিয়া আপন দেশে পঁহুছিলেন. তাহার রাজা এই কর্ম্ম সিদ্ধিতে বড় আনন্দিত হইয়া, উত্তমাশা অন্তরীপ নাম রাখিলেন। ইহার পরে ছয় বৎসর কলম্বস আমেরিকা প্রথম দর্শন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইলেন, এবং

returned to his country, the report of his voyage filled all Europe with astonishment. The king of Portugal however seriously apprehended, that Columbus's projects would interfere with the discoveries on which he was about to dispatch his servants. He therefore made an application to the Pope of Rome, who at that time ruled the consciences of all Europe, and esteemed himself God's Vicegerent on earth. The Pope in reply to this application, under the authority with which he conceived himself vested, granted to the Portuguese all countries they could discover to the east, and to the Spaniards all countries to the west. Having obtained this grant, the king of Portugal, in the year 1497 prepared three ships to sail on a voyage to India, and one vessel laden with provisions. They were manned with one hundred and sixty men, and Vasco de Gama was appointed the commander. The voyagers spent the whole of the night preceding their departure, in prayer to God in one of the churches. The next day the shore was crowded with people from the city of Lisbon; and the priests arrayed in their sacred vestments, walked before the procession, singing hymns and praying to the Almighty. The flame of devotion spread through the whole assembly, who likewise lifted up their voice in prayer. The spectators considering the navigators as proceeding to certain destruction, their parents, relations, and friends, falling on their necks, wept aloud. Even the magnanimous Gama beholding this sight, shed a few tears and pass-

তাহার কর্ম্ম শুনিয়া সকল লোক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; ইহাতে পোর্ত্তুগালের রাজা ভীত হইয়া ভাবিল, যে আমার লোকেরা যে দেশ দর্শনার্থে যাইতেছে, ইহা যদি কলম্বস অগ্রে গিয়া অধিকার করে; তবে আমার উদ্যোগ বৃথা হইবে; এ কারণ সে রোমের পাপার নিকটে নিবেদনপত্র লিখিল; পাপা সেই সময়ে ইউরোপের তাবৎ দেশের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিল, সে আপনাকে পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের নাএব জ্ঞান করিত, এবং সে তাহা পাইয়া, আপন কল্পিত পরাক্রমানুসারে, এক দানপত্র লিখিয়া দিল, তাহাতে পৃথিবীর পূর্ব্ব ভাগে যত দূর পোর্ত্তুগীশেরা যাইতে পারে, তাবৎ দেশ তাহারদিগকে দিল, ও পশ্চিম ভাগে স্পানিয়ারা যত দূর যাইতে পারে, তাবৎ দেশ তাহারদিগকে দিল. এই শনন্দ পাইয়া, সন চৌদ্দ শত সাতানব্বই সালে, পোর্ত্তুগালের রাজা ভারতবর্ষ দর্শনের কারণ, তিন জাহাজ প্রস্তুত করিল, ও খাদ্য দ্রব্য বোজাই এক জাহাজ. তাহারদের মধ্যে এক শত ষাইট নাবিক ছিল, এবং বাস্কো দি গামা তাহারদের অধ্যক্ষ হইল. যাত্রিকেরা যাত্রা দিবসের পূর্ব্ব রাত্রে, ঈশ্বরের এক মন্দিরে গিয়া সকল রাত্রি প্রার্থনা করিল, পর দিবসে লিস্বন নগরের লোকদ্বারা সমুদ্রের তীর পরিপূর্ণ হইল, এবং পুরোহিত ধর্ম্মসূচক বস্ত্র পরিধান করিয়া, গান ও প্রার্থনা করিতেং অগ্রে গমন করিল. তাহা দেখিয়া সেখানে যত লোক ছিল, তাহারা এককালে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল; সকলে বুঝিল যে এ যাত্রাশীল লোকেরা নিতান্ত মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করিতেছে; নাবিকেরদিগের পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব আসিয়া, পরস্পর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিল. গামা উৎসাহী হইয়াও, ইহা দেখিয়া শোকপ্রযুক্ত চক্ষুর জল ত্যাগ করিল, ও সেইং লোকের মধ্যে

ing rapidly through the crowd, ascended his ship, and commanded the sails to be unfurled. The king sent with Gama ten condemned criminals, whom he promised to pardon if they faithfully obeyed Gama's orders, and executed any enterprize, however difficult, to which he might appoint them.

On the eighth of July, in the year fourteen hundred and ninety-seven the fleet left the Tagus. When they arrived off the Cape, the waves ran mountains high, and the vessels were now lifted aloft to the skies, and then plunged into the depths of the ocean. When the wind had a little subsided, the sailors fell at the feet of Gama, and besought him to return, since the sea appeared altogether impassable. Gama, disregarding all their intreaties, continued his course, which so incensed them, that they entered into a conspiracy against him. Being informed of their intentions he threw the ringleaders into irons, and with the assistance of his brother, who managed the helm, doubled the Cape. Shortly after, they arrived on an island belonging to the Moosulmans. The whole trade of the east was at that time in their hands; the appearance of vessels from Europe therefore in those seas, naturally alarmed them, and they sought every opportunity to destroy Gama's fleet. Having escaped from their machinations, he set sail and came to another island, from whence sailing in a direct course to India, he soon after arrived at Calicut on the Coast of the Dek-

দিয়া শীঘ্র যাইয়া জাহাজে উঠিয়া, পালি তুলিতে আজ্ঞা দিল. রাজা গামার সঙ্গে দশ জন অপরাধি লোক পাঠাইল, এবং তাহার দিগকে কহিল যে গামার আজ্ঞানুসারে চলিলে, ও যে কোন দুষ্কর কর্ম্মে সে তোমারদিগকে পাঠাইলে, সে কর্ম্ম তোমরা সিদ্ধ করিলে, তোমরা খালাস পাইবা।

পরে সন চৌদ্দ শত সাতানব্বই সালের আঁটই জুলাই, গামা টাগস নদী ছাড়িল. অন্তরীপের নিকটে পঁহুছিলে, পাহাড়ের মত জলের উচ্চ তরঙ্গ দেখিল, এবং জাহাজ এক২ বার আকাশপর্য্যন্ত উঠে ও এক২ বার পাতালে প্রবেশ করে. পরে বায়ু যখন কিছু২ মন্দ হইল, তখন নাবিকেরা গামার চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিল, যে এইখান হইতে ফিরিয়া চল, কেননা সমুদ্র নিশ্চয় অগম্য. কিন্তু গামা তাহারদের নিবেদন না মানিয়া সিধা চলিল; পরে নাবিকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিকুল চেষ্টা পাইতে লাগিল. গামা তাহার সন্ধান পাইয়া, তাহার দিগের সরদারেরদের পায়ে বেড়ি দিল; এবং সে ও তাহার ভ্রাতা আপন হাতে হালি ধরিয়া, কুমারী অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিল. কিছু দিন পরে মুসলমানেরদের অধিকৃত এক উপদ্বীপে পঁহুছিল, তৎকালে পূর্ব্ব দেশের সকল বানিজ্য তাহারদের অধীন ছিল, অতএব ঐ সমুদ্রে ইউরোপের জাহাজ দেখিয়া, তাহারা বড় ভীত হইল; এবং গামার জাহাজ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহারদিগের হাতহইতে মুক্ত হইয়া অন্য উপদ্বীপে আসিয়া, সেখানহইতে ভারতবর্ষের দিগে নিশ্চয় মুখ রাখিয়া, এক কালে দক্ষিণ দেশস্থ কালিকত নগরে পঁহুছিল, ও কালিকতের নিকটবর্ত্তি পর্ব্বত দেখিয়া, তাবৎ

kan. The view of the mountains of Calicut filled the whole fleet with joy. At their first interview with the king of the country, he behaved toward Gama with the greatest kindness; but the *Moosulmans* having prejudiced him against the European navigators, he began to act deceitfully towards them. Gama having accomplished the object of his journey returned to his native country, and in his journey homewards destroyed several of the *Moosulman* cities and many of their ships, in return for ill offices they had done him. Gama was two years and two months in performing this journey; and of the hundred and sixty men who had accompanied him, only fifty survived the perils of the voyage. On all these, the king of Portugal bestowed great wealth and much honor. This was the first visit paid by the European nations to India by sea;—it was likewise the first time that any European vessel had doubled the Cape of Good Hope. A way having been thus opened, not only the Portuguese, but the other nations of Europe sailed to India by the same route, and established an extensive commerce with the East.

Some have denied to this enterprize of Gama's in doubling the Cape, which opened the vast continent of India to the nations of Europe, an equal share of praise with the great enterprize of Columbus; yet we cannot but acknowledge that this must ever be reckoned among the greatest actions performed by men. This voyage occasioned a complete revolution

লোক আনন্দিত হইল. সেখানকার বাদশাহ্ প্রথম গামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, অনেক শিষ্টাচার করিল; কিন্তু পরে মুসলমানেরদের পরামর্শে ভ্রান্ত হইয়া, ইউরোপীয় লোকের সহিত শঠতা করিতে লাগিল. পরে গামা আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিয়া আপন দেশে আইল, ও মুসলমানেরদের শঠতার প্রতিফল দিবার কারণ, পুনর্গমন কালে, তাহারদিগের দুই তিন নগর ও অনেক জাহাজ নষ্ট করিল. গামার গমনাগমনে দুই বৎসর দুই মাস গত হইল; তাহার সঙ্গী এক শত ষাইট জন লোকের মধ্যে, কেবল পঞ্চাশ জন ফিরিয়া আইল, তাহারা সকলে পোর্ত্তুগালের রাজার নিকটে অনেক ধন ও অনেক সম্ভ্রম পাইল. এইবার ইউরোপীয় লোকেরা প্রথম ভারতবর্ষে সমদ্রপথে আইল, এবং এইবার ইউরোপীয় জাহাজও প্রথম উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিল. এই রূপে পথ প্রসিদ্ধ হইলে পোর্ত্তুগীশেরা, ও ইউরোপের অন্য২ জাতি, ঐ পথদ্বারা ভারত বর্ষে আসিতে, ও পূর্ব্ব দেশের সহিত মহাবাণিজ্য স্থাপন করিতে লাগিল।

কেহ২ কহে, যে গামার এই প্রথম উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাওয়া, এবং তাহাতে ইউরোপীয় লোকেরদের গোচরে ভারতবর্ষ প্রকাশ করণ, এই কর্ম্ম কলম্বসের কর্ম্মের তুল্য প্রশংসনীয় নহে; তথাচ মনুষ্যেরদের মহাকর্ম্মের মধ্যে এও এক কর্ম্ম গণিত হইবে, যেহেতুক এ যাত্রাতে একটা নূতন সৃষ্টি হইল. মিসর

in affairs. The channel of the eastern trade through Egypt and Alexandria was closed; the naval power of the *Moosul*mans was broken, and the Portuguese by establishing factories in different parts of India, and monopolizing the whole of its trade, increased their power to an amazing degree. But nothing is unchangeable beneath the Supreme. The Portuguese who, two hundred years ago, enjoyed unlimited power in the East, do not at the present moment possess one single place of all their former possessions on this continent, except the insignificant territory around Goa.

Of the Productions peculiar to India.

THE trade which is carried on with different parts of the world, originates with the productions of the earth. Some plants grow with great luxuriance in some countries, which will not grow in others. A peculiar soil and climate are necessary for different plants; hence those which flourish in warm climates, will not thrive in cold ones, and others which grow in the colder regions, will not flourish in a warmer climate.

The situation of some countries is likewise peculiarly favorable for the *cultivation* of particular plants. Thus Tea grows no where so richly as it does in China; tea is therefore one of the staple commodities of that country. There are many plants which flourish in India, which scarcely grow in England, of which we will mention a few.

দেশ দিয়া ও আলেক্সান্দ্রিয়া দিয়া বাণিজ্যের যে পথ ছিল সে এক কালে রুদ্ধ হইল; মুসলমানেরদিগের সমুদ্রের উপরের পরাক্রম এক কালে লুপ্তহইল; এবং পোর্ত্তুগীশেরা কএক বৎসর ভারতবর্ষের মধ্যে স্থানেং কুটী বসাইয়া, পূর্ব্ব দেশীয় সকল বাণিজ্যের উপস্বত্ব ভোগ করিল, এবং তাহারদের পরাক্রমের অসংখ্য বৃদ্ধি হইল. কিন্তু যুদ্ধ ব্যতিরেকে কোনহ পদার্থের স্থৈর্য্য নাই. দুই শত বৎসর হইল, পোর্ত্তুগীশেরা পূর্ব্ব দেশের প্রায় সকল রাজ্যে পরাক্রান্ত ছিল, কিন্তু পূর্ব্বে তাহারদের যে মহাধিকার ছিল, তাহার মধ্যে এখন গুয়া নামে এক ক্ষুদ্র নগরমাত্র আছে।

ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ।

নানা দেশের সহিত পরস্পর যেং বাণিজ্য, সে ভূমিজাত বস্তুদ্বারা হয়, কোনং বৃক্ষ কোনং দেশে তেজস্বিরূপে জন্মে, সে অন্য দেশে জন্মে না. বৃক্ষোৎপত্তির প্রতি উপযুক্ত মৃত্তিকা, ও কারণান্তর অপেক্ষণীয় হয়, যেহেতুক গ্রীষ্মপ্রধানক দেশে যেং বৃক্ষ জন্মে, শীতপ্রধানক দেশে সে বৃক্ষ জন্মে না; এবং শীত দেশে যে বৃক্ষ জন্মে, সে গ্রীষ্ম দেশে জন্মে না।

কোনং স্থান কোনং বৃক্ষ জন্মানেতে অত্যুপযুক্ত, যেমন চা চীন দেশ ভিন্ন অন্য দেশে ভাল জন্মে না, তৎপ্রযুক্ত চীন দেশের বাণিজ্যের এক প্রধান বস্তু চা. ভারতবর্ষে অনেক বৃক্ষ আছে, সে প্রায় ইংগ্লণ্ডে জন্মে না, তাহার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কিছু কহিব।

First. The *Sugar-cane*, from which sugar is produced, does not grow in England. The sugar which is consumed there is chiefly imported from the West India Islands. The sugar produced in India might also be exported to England, and is sufficient to supply the demand of the whole country; but in the mode of preparing it, the natives of this country are somewhat deficient, so that it is not at present capable of being exported so advantageously as the West India sugar.

Secondly: *Tobacco* is not cultivated in England. In former ages, it was likewise unknown in India, but soon after the discovery of America, the Portuguese introduced it from thence into this country. Before the discovery of America, it was not known in any other country, though it is now become a necessary article of life in almost every nation in the world. So little was the use of tobacco formerly known in England where it is now so common, that about two hundred years ago a gentleman having brought some tobacco from America, was smoking it in his own chamber, when a servant-girl entered with some water, which he had ordered for some other purpose, and seeing the smoke issue from her master's mouth, she imagined he was on fire, and threw the water on his face, with the view of extinguishing the fire. No mention is made of tobacco in any Sungskrit dictionary, or in any other work in that language. The tobacco which is consumed in England, is almost wholly imported from the West India Islands.

প্রথম। চিনিজনক ইক্ষু, সে ইংগ্লণ্ডে জন্মে না ; এইকারণ ইংগ্লণ্ডে যত চিনি ব্যয় হয়, প্রায় সে সকল আমেরিকার নিকটস্থ উপদ্বীপ হইতে আইসে. ভারতবর্ষের উৎপন্ন চিনি ইংগ্লণ্ডে গেলে বাণিজ্য চলিতে পারে, এবং এই দেশে এত চিনি উৎপন্ন হয়, যে ইংগ্লণ্ড দেশের তাবৎ ব্যয়োপযুক্ত ; কিন্তু চিনি প্রস্তুত করিতে এতদ্দেশীয় লোকেরা সুন্দর পারগ নহে, এইহেতুক এতদ্দেশীয় চিনি আমেরিকার নিকটস্থ উপদ্বীপজাত চিনির মত, অন্য দেশে লইবার উপযুক্ত নয়।

দ্বিতীয়। তামাকু, ইংগ্লণ্ডে তাহার কৃষি হয় না, ভারতবর্ষেও পূর্ব্বে জন্মিত না, কিন্তু আমেরিকা জানা গেলে, পোর্ত্তুগীশেরা সেখানহইতে এ দেশে আনিল. আমেরিকা প্রকাশ হওনের পূর্ব্ব, তামাকু কোন দেশে জানা ছিল না, এখন পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের লোকেরদের অত্যাবশ্যক হইয়াছে. ইংগ্লণ্ড দেশে তামাকু অতিবাঞ্ছনীয়, কিন্তু পূর্ব্বে এমত অজ্ঞাত ছিল, যে দুই শত বৎসর হইল, এক সাহেব আমেরিকা দেশহইতে ইংগ্লণ্ডে তামাকু আনিয়া, আপন ঘরে খাইতে ছিল, এবং আপন চাকরাণীকে অন্য কোনহ কর্ম্মের কারণ, জল আনিতে আজ্ঞা দিয়াছিল ; সে চাকরাণী সাহেবের মুখহইতে নির্গত ধূম দেখিয়া মুখে অগ্নি লাগিয়াছে জ্ঞান করিয়া, অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টাতে, সেই জল তাহার মুখে ফেলিয়া দিল. তামাকুর নাম কোন সংস্কৃত অভিধানে, কিম্বা কোন সংস্কৃত গ্রন্থে নাই. ইংগ্লণ্ডে যত তামাকু ব্যয় হয়, সে সকল আমেরিকার নিকটস্থ উপদ্বীপহইতে আইসে।

Thirdly: *Cotton* is raised in great quantities in India, while none is producéd in England; hence a large quantity is annually exported from this country.

Fourthly. No *Indigo* is produced in England; but it grows in America, from whence it was exported to England, before the cultivation of it was encouraged in the East; but the amazing quantity raised in India, together with its superior value, has nearly superceded the importation of it from America.

Fifthly. *Hemp*, which is of essential service in various manufactories, and for the sails and ropes of ships, does not grow in England in sufficient abundance; a large quantity of hemp is therefore imported annually into England from the north of Europe. It is a staple commo[illegible] of India. Beside these enumerated plants, there a[illegible] many other trees, such as the Mango, the Jack, the Cocoa, the Tamarind, the Date, the Plantain, the Jam, the Rose-Apple, the Guava, with various other fruit trees, which do not grow in England; there are likewise a great number of plants indigenous to England, which do not grow in this country.

Death of the Princess Charlotte.

ON the fifth of November, one thousand eight hundred and seventeen, died at the age of twenty-two,

তৃতীয়। তুলা এখানে অধিক জন্মে, ইংগ্লণ্ডে কিছুই জন্মে না, অতএব এ দেশহইতে বৎসরং অনেক তুলা ইংগ্লণ্ডে যায়।

চতুর্থ। নীল ইংগ্লণ্ডে জন্মে না; আমেরিকাতে জন্মে; যখন এ দেশে নীল ব্যবসায় না ছিল, তখন সেখানহইতে নীল ইংগ্লণ্ডে যাইত; কিন্তু এখন এ দেশে অতিশয় ও উত্তম নীল জন্মানেতে, এখানহই তেই এখন যাইতেছে, আমেরিকাহইতে ইংগ্লণ্ডে তাহার রপ্তানি নিবৃত্ত হইয়াছে।

পঞ্চম। যে শণ শিল্পকর্ম্মে এবং জাহাজের পালি ও দড়ির কারণ অত্যাবশ্যক, সে শণ ইংগ্লণ্ডের ব্যয়োপযুক্ত সেখানে জন্মে না; সে কারণ বৎসরং ইউরোপের উত্তর ভাগহইতে, অনেক শণ ইংগ্লণ্ডে আনা যায়. শণ এ দেশের স্বাভাবিক উৎপন্ন বস্তু. এইং গাছ ভিন্ন, যে অনেক বৃক্ষ ইংগ্লণ্ডে জন্মে না, সে এইং, আম্র ও কাঁটাল ও নারিকেল ও তেঁতুল ও খর্জুর ও কলা ও জাম ও গোলাপজাম ও পেয়ারা ও অন্যং ফলবান্ বৃক্ষ. ইংগ্লণ্ডেও অনেকং বৃক্ষ আছে, যে এখানে জন্মে না।

ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের পৌত্রীর মৃত্যু বিবরণ।

আটার শত সতর সনে, পাঁচই নবেম্বরে, ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের পৌত্রী শালট নামে, তিনি বাঈশ বৎসরবয়স্কা হইয়া, লোকান্তর

the Princess Charlotte, the Grand daughter of the king of England. She was in the immediate line of succession to the crown. About two years ago, she was married to one of the princes of Germany, and a few hours before her death was delivered of a still-born child. Her Father, the Prince Regent, has no other child, on which account the kingdom will descend eventually to his brother. The succession to the English crown is hereditary. The present king has now reigned fifty-eight years; and is eighty years of age, he has for eight years been afflicted with a malady which has rendered him unable to perform the functions of royalty, which have consequently devolved on his Eldest son the Prince Regent.

Of the Steam Boat.

THE strength of steam is amazing, and in Europe is advantageously employed in moving various machines. The steam engine is exceedingly complicated, but when properly put together, works without any difficulty; and machines which require a mighty power to move them, are wrought with amazing ease by means of the steam engine. A few years ago, a gentleman in America imagining that *Boats* might also be moved by means of steam, without the aid of oars, prepared a vessel without oars, and placed a steam en-

গতা হইয়াছেন. তিনি ইংগ্লণ্ডের রাজার উত্তরাধিকারিণী ছিলেন, দুই বৎসর হইল, জরমনি দেশের এক জন অধ্যক্ষের সহিত, তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, এবং মরণের পূর্ব্বে দুই তিন ঘণ্টা, তিনি এক মৃত বালক প্রসব করিয়াছিলেন. তাঁহার পিতা যুবরাজেরও আর সন্তান নাই, এইহেতুক তাহারপর রাজ্য তাঁহার ভ্রাতার হস্তগত হইবেক. ইংগ্লণ্ডের রাজ্যের অধিকারী পর্য্যায়ক্রমে হয়. এখন যিনি বাদশাহ, তিনি আটান্ন বৎসর হইল সিংহাসনে বসিয়াছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম আশী বৎসর হইয়াছে, তিনি পীড়াপ্রযুক্ত আট বৎসর রাজকীয় কর্ম্ম করেন না, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকর্ম্ম করিতেছেন।

বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালানের বিষয়ে।

বাষ্পের জোর অতিবড়, এইহেতুক ইউরোপ দেশে তাহার দ্বারা অনেক কল ঘুরাণ যায়. অনেক শিল্প কর্ম্মদ্বারা বাষ্পের কল হয়, কিন্তু কল একবার প্রস্তুত হইলে, পরে অনায়াসে খেলে, এবং যে কল অন্য রূপে ঘুরাণ অতিদুষ্কর, তাহা বাষ্পের দ্বারা অতিসহজে ঘুরাণ যায়. কতক বৎসর হইল, আমেরিকা দেশে এক সাহেব বুঝিল, যে দাঁড় ব্যতিরেকে এই কলদ্বারা নৌকা চালান যায়, এই কারণ এক নৌকা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে দাঁড় না দিয়া, এই রূপ কল তাহার মধ্য

gine in the middle of it. At the two sides of the boat, he placed two wheels which were affixed to the steam engine and turned by. To these wheels were attached a number of paddles, which in the course of their motion passed through the water. When the engine was put in motion, these wheels moved round, and the paddles affixed to them, propelled the vessel forward like so many oars. When he had succeeded in this attempt, others adopted the plan, and it is now in almost universal use, both in England and in America. The vessels which are moved by steam are in general large, and will frequently accommodate two hundred passengers. They resemble a little ship, and will move against wind and tide at the rate of about six miles an hour.* They go night and day with such tranquility, that the passengers scarcely perceive the motion.

Of Alfred the Great.

ALFRED the Great, a king of England, who lived nearly a thousand years ago, was one of the wisest monarchs that ever swayed the English sceptre. Every hour of his life had its peculiar business assigned it. He divided the day and night into three parts containing eight hours each; and though much afflicted

* With the tide they go ten or twelve miles an hour, and they in general perform a journey of five hundred miles in about four days.

স্থানে দিল. এবং নৌকার দুই পার্শ্বে দুইটা চক্র দিল, সেই চক্র কলের সহিত সংলগ্ন, অথচ ঐ কলদ্বারা ঘোরে. ঐ চক্রের বাহিরে কতক দাঁড় লাগাইল, চক্রের ঘুরাণেতে ঐ দাঁড় জলের মধ্যে গমন করিল, যখন কল ঘুরিল তখন ঐ চক্রও ঘুরিল, এবং তাহার সহিত সংলগ্ন দাঁড়ের চলনেতে, নৌকা অনায়াসে চলিল. এই প্রকারে কর্ম্ম সিদ্ধি দেখিয়া, অন্যং লোকেও সেই রূপ করিল; এবং ইউরোপে ও আমেরিকাতে সর্ব্বত্র তাহার প্রচার হইয়াছে, এই কল যুক্ত যে নৌকা, সে অতিবড়, তাহার মধ্যে কোনং নৌকায় দুই শত লোক অনায়াসে, আহারাদি ও শয়ন প্রভৃতি করিতে পারে এ মহানৌকা ক্ষুদ্র জাহাজের তুল্য, জলের ও বায়ুর প্রতিকূলেও দণ্ডে এক ক্রোশ চলে,* এবং অতিস্থির রূপ দিবা রাত্র চলে, চড়ন্দার লোকে জ্ঞান করে না, যে নৌকা চলিতেছে।

আলফ্রেডের বিষয়ে।

অনুমান এক হাজার বৎসর হইল, আলফ্রেড নামে ইংগ্লণ্ডের এক বাদশাহ ছিলেন, তিনি তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় রাজারদের মধ্যে অতিজ্ঞানবান্ ছিলেন. তাহার যাবজ্জীবন প্রতিঘড়ীর কর্ম্ম নিরূপণ ছিল; এবং তিনি দিন ও রাত্রিকে আটং ঘড়ী করিয়া তিন ভাগ করিয়াছিলেন, এত যে তিনি অসুস্থ ছিলেন তথাপি

* ভাটার সময়ে ঐ নৌকা দণ্ডে দুই ক্রোশ চলে, ও চারি দিনে আড়াই শত ক্রোশের মঞ্জিল পঁহচে।

with disease, assigned only eight hours to sleep, meals, and exercise, devoting of the remaining sixteen, one half to reading, writing, and devotion, and the other half to public business. As clocks were not invented, he prepared candles which lasted exactly eight hours.

---

*Titus, Emperor of Rome.**

THE Emperor of Rome Titus, the son of Vespasian, suffered no person to be prosecuted for speaking disrespectfully of him. "If they blacken my character undeservedly, said he, they ought rather to be pitied than punished; if deservedly, it would be an act of injustice to punish them for speaking truth."

ONE day when Alcibiades, a noble Greek, was boasting of his wealth and the great estates in his possession, Socrates his master carried him to a geographical map, and asked him to find Attica. The country in which Athens stood, it was so small that he could scarcely discern it upon that draught; he found it however, though with some difficulty. But, upon being desired to point out his own estate there; "It is too small, says he, to be distinguished in so little a space." "See then," replied Socrates, "how much you are affected about an imperceptible point of land!"

* He died A. D. 81, exactly one thousand seven hundred and thirty-seven years ago.

তিনি শয়ন ও ভোজন ও ভ্রমণ কারণ আট ঘণ্টা নিযুক্ত করিলেন, ও অবশিষ্ট ষোল ঘণ্টার অর্দ্ধেক পুস্তকাদি পাঠে ও লিখনে ও ঈশ্বরারাধনাতে, ও তদর্দ্ধেকাল রাজকর্ম্মে ক্ষেপ করিতেন তৎকালে ঘড়ী প্রকাশ ছিল না তৎপ্রযুক্ত তিনি এমত বাতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে সে প্রত্যেক বাতি আট ঘণ্টা জ্বলিত।

রোমদেশের বাদশাহ তীতস* ।

বেসপাসীয়নের পুত্র তীতস নামে রোমের বাদশাহ, তাঁহার প্রতিকূল কথা কহিলেও তিনি কাহাকেও দণ্ড করিতেন না, তাহার কারণ এই কহিতেন যে যদি সে লোক অকারণ আমার প্রতিকূল কথা কহে তাহাকে বরং দণ্ড না করিয়া তাহার বিষয়ে খেদ করিতে হয়. যদি কেহ আমার সকারণ অপবাদ করে তাহাকে দণ্ড দেওয়া, অন্যায্য যেহেতুক সে আমার সত্য কথাই কহিয়াছে।

আলসিবিএদীস নামে এক জন ভাগ্যবান গ্রীক, সে এক দিন আপন সম্পত্তি ও তালুকের অহঙ্কার করিতেছিল. সক্রাতীস নামে তাহার গুরু তাহাকে পৃথিবীর ছবির কাছে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যে তোমার দেশ আটিকা কোথায়, সে দেশ এমত ক্ষুদ্র ছিল, যে প্রথম চক্ষুর্গোচর হইল না. পরে অনেক পরিশ্রমে ঐ দেশ দেখিতে পাইল. কিন্তু যখন তাহার গুরু পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে তোমার ভূমি কোথায় ; সে উত্তর করিল যে সে এমত ক্ষুদ্র যে দৃশ্য হওয়া ভার. গুরু কহিল যে দেখ এই অদৃশ্য এক বিন্দু ভূমিতে কত অহঙ্কার করিতেছ।

Dig-Durshun,

OR THE

INDIAN YOUTH'S MAGAZINE.

No. III.

June, 1818.

No. III.

Sketch of the History of the World before the birth of Christ.

THE world has been created nearly six thousand years. The time which has elapsed since the creation, may be divided into three parts: the first period, sixteen hundred and fifty-six years, extends from the creation to the flood: the second, two thousand three hundred and forty-eight years, extends from the flood to the birth of Christ: the third period, from the birth of Christ to the present time, one thousand eight hundred and eighteen years. The advantage which this division of history affords, is, that the events which have taken place since the creation, are hereby imprinted on the mind with greater clearness.

The world was created by the word of the Almighty. God employed six days in creating all things, and on the seventh rested, having completed his labors. From this, he has commanded all men, one day in the week, to divest themselves of worldly business and cares, and to devote themselves peculiarly to the contemplation of himself. He created two human beings,

দিগ্দর্শন।

তৃতীয় ভাগ।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষেপ বিবরণ।

পৃথিবী প্রায় ছয় হাজার বৎসর নির্ম্মিতা হইয়াছে. পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অদ্যপর্য্যন্ত যে কাল গত হইয়াছে সে কাল তিন ভাগে বিভক্ত হয়; প্রথম ভাগ, সৃষ্টি অবধি জলপ্লাবনপর্য্যন্ত, ষোল শত ছাপ্পান্ন বৎসর; দ্বিতীয়, জলপ্লাবনাবধি খ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত তেইশ শত আটচল্লিশ বৎসর. তৃতীয়, খ্রীষ্টের সময়াবধি অদ্যপর্য্যন্ত আটার শত আটার বৎসর. এই মত ভাগেং কাল নির্দ্দিষ্ট করণের উপকার এই, যে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি যে কর্ম্ম হইয়াছে সে সকল ক্রিয়া সময়ানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া মনে থাকে।

ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল. ঈশ্বর ছয় দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবসে আপন কর্ম্মহইতে বিশ্রাম করিলেন, যেহেতুক তাঁহার উদ্দিশ্যসিদ্ধি হইল. এইহেতুক ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন; যে সকল মনুষ্যেরা সপ্তাহের এক দিবস সাংসারিক কর্ম্মহইতে বিশ্রাম করিবে, এবং সেই এক দিবসে ঈশ্বরের প্রতি আপন মনো নিবেশ করিবেক. তিনি দুই জনকে প্রথমে

one male and the other female, and both sinless. Till sin entered into the mind of the woman, they both lived in the garden of Eden in the enjoyment of the highest felicity. But the woman having broken the commandment of God, persuaded her husband to do so likewise. From that period, mankind have continually committed sin, and have been constantly in search after happiness, without having ever found it. The idea that in the beginning of the world, men enjoyed every degree of felicity, is confirmed by the traditions which have been preserved among all nations. The Greeks called it, the *Age of Gold;* the Hindoos have designatedit, the *Sutyu Yoog.* With the entrance of sin, injustice, murder, falsehood, and every other evil entered into the world. Adam had two sons, Cain and Abel. Abel being more righteous than his brother, was slain by him.

The family of man began to increase; and that the earth might be the more speedily filled with inhabitants, the age of man was then prolonged beyond the present limit of human existence. Methuselah lived longer than any other man; he died at the age of nine hundred and sixty-nine. Except in the Sacred Scriptures, there is no credible account of the age before the flood.

After the world had been created about sixteen hundred years, God determined on account of the sins

সৃষ্টি করিলেন, এক পুরুষ ও এক স্ত্রী, সে দুই জন নিষ্পাপী. যে পর্য্যন্ত পাপ সেই স্ত্রীর মনে প্রবেশ না করিল, সেপর্য্যন্ত ঐ দুই ব্যক্তি এদেন উদ্যানে পরম সুখে কালক্ষেপ করিল. পরে সে স্ত্রী ঈশ্বরের আজ্ঞা লংঘন করিয়া, আপন স্বামীকে সেই রূপ করিতে প্রবৃত্তি দিল. সেই অবধি লোকেরা নিত্য পাপ করিতেছে, এবং সতত সুখচেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সুখ কখন পায় না. পৃথিবীর প্রথম কালে লোকেরা যে পরম সুখে বাস করিত, এই কিম্বদন্তী সকল জাতিমধ্যেই লোক পরম্পরাসিদ্ধা আছে. গ্রীকেরা সে সময়কে স্বর্ণময় করিয়া কহিত; হিন্দু লোকেরা সে সময়কে সত্য যুগ করিয়া কহে. পাপের সঙ্গে অযাথার্থ্য ও বধ ও মিথ্যা ও অন্য সকল কুক্রিয়া জগতে প্রবেশ করিল. আদমের দুই পুত্র ছিল, কইন ও হাবেল. হাবেল আপন ভ্রাতাহইতে যাথার্থিক ছিল, সে নিমিত্তে তাহার ভ্রাতা তাহাকে সংহার করিল।

পরে মনুষ্যসন্তান বর্দ্ধিষ্ণু হইতে লাগিল; তাহারদের দ্বারা পৃথিবী যে শীঘ্র পরিপূর্ণা হয়, এই কারণ সেই সময়ে মনুষ্যের আয়ু ইদানীন্তন মনুষ্যের আয়ুহইতে দীর্ঘ ছিল. মিতূশলখের আয়ু সকল লোকের আয়ুহইতে দীর্ঘ; তিনি নয় শত ঊনসত্তরি বৎসর বাঁচিয়াছিলেন. ধর্ম্মপুস্তক ব্যতিরেকে আর কোন পুস্তকে জলপ্লাবনের পূর্ব্বকালীন লোকেরদের বিবরণ নিশ্চয় লিখিত নাই।

ষোল শত বৎসর পৃথিবীর সৃষ্টি হইলে; পরে ঈশ্বর লোকেরদের পাপের জন্যে জলপ্লাবনদ্বারা পৃথিবী নাশ করিতে স্থির করি